সতী-চিত্র গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ গ্রন্থ।

"সতী-সুহৃদ", "পঞ্চ-সতী", "সতী-রত্ন", "সতী-সঙ্গিনী"
ও "শুভ-মিলন" প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত্রী।

শ্রীমতী সুবর্ণ প্রভা সোম রচিত—

গৃহিণী।
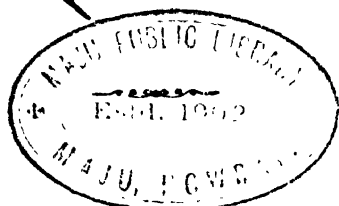
প্রাপ্তিস্থান—

মজুমদার লাইব্রেরী

১০৬ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সুলভ সংস্করণ মূল্য ১৲ টাকা। রাজ সংস্করণ ১।০ আনা।

উপহার পত্র।

হিন্দু সংসারের আচাব ব্যবহার, দেব-সেবা, পতি-সেবা,

এবং

আদর্শ পতিব্রতা রমণীদিগের পুণ্য-চরিত

শ্রী

করকমলে

সাদরে

উপহার প্রদত্ত হইল।

স্থান

তাং ১৩২ । বঙ্গাব্দ

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদ প্রাণাধিকা কন্যা

শ্রীমতী ননীবালার

করকমলে

সস্নেহ অশীর্ব্বাদ স্বরূপ

এই

" গৃহিণী "

অর্পণ করিলাম।

ভূমিকা।
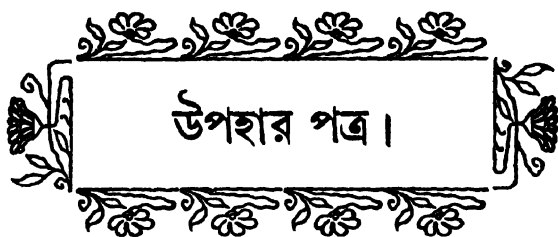
(১) হিন্দু সংসারের আচার ব্যবহার, দেব-সেবা, পতি-সেবা প্রভৃতি সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য এবং আদর্শ পতিব্রতা রমণীগণের পুণ্য-চরিত সরল, সহজ ও সুন্দরভাবে এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

(২) এ "গৃহিণীর" ভাষা সরল ও হৃদয়গ্রাহিণী। অল্প শিক্ষিতা বঙ্গ-ললনাগণের পক্ষেও এই পুস্তক দুর্ব্বোধ হইবে না।

(৩) আশা করি বঙ্গ ললনাগণের নিকট ভক্তি চন্দনচর্চ্চিত এই সুগন্ধ কুসুম-হার উপেক্ষিতা হইবে না।

১৩২৫ সাল, শ্রাবণ। } লেখিকা।

সূচীপত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৃহিণী। পৃঃ—১।

গৃহিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী-জাতি বন্দনা।

মনোরঞ্জন। মৃণালিণী! স্ত্রী-জাতি উন্নতি বিষয়ে কতকগুলি বিষয়ের সমালোচনা করিব; এ বিষয়ে তোমার মত কি, জানিতে ইচ্ছা করি।

মৃণালিণী। স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধীয় কি কি বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ বল দেখি?

মনো। স্ত্রী জাতি উন্নতি, (অর্থাৎ শিক্ষা ও চরিত্র গঠন ইত্যাদি বিষয়) কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা হওয়ার দরকার, সে সব বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবে।

মৃণা। আমাদের দুর্দ্দশার কথা কি বলিব? স্ত্রীজাতি বহুকাল হইতে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সমাদৃত। এই ভারতভূমি, সুশীলা পতিপরায়ণা রমণীমণ্ডলীর অলোক সামান্য প্রতিভা বলে গৌরবান্বিত। স্ত্রী-জাতিই চন্দ্রের ময়ুখমালার ন্যায় গৃহীর সংসার উজ্জ্বল করিয়া কমলারূপে বিরাজ করেন। সেই সকল গৃহ-লক্ষ্মীর সুশীলতা ভিন্ন গৃহ কার্য্যের উন্নতি ক্ষণকালের জন্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। সেই পরম পবিত্র গৃহাশ্রমের প্রধান দয়াদাক্ষিণ্যাধার—সরলমতি রমণীগণ!

মনো। মৃণালিনী! তোমার মুখে স্ত্রী-জাতির বন্দনা অতি মধুর বলে বোধ হলো। এখন এই স্ত্রী-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?

মৃণা। আজকালকার ধর্ম্মহীন বিলাসিতার নবযুগে, বঙ্গে এই মহা অবনতির দিনে, রমণীগণকে সর্ব্বপ্রথমে জাগিতে হইবে। রমণীর জীবন, যেভাবে সুগঠিত করিতে পারিলে উন্নতিলাভ করিতে পারা যায় এবং সোণার সংসারে সুখ ও শান্তির সুপ্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়, সেই আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। সে আদর্শ আমাদের নিজ সম্পত্তি। সেই আদর্শ আমাদের দেহের প্রতি শোণিত বিন্দুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিরাজিত রহিয়াছে।

মনো। স্ত্রী-জাতির যেরূপ বর্ণনা করিলে, ইহা বড়ই শ্রুতি মধুর। এই স্ত্রী-জাতির সম্বন্ধে তোমাকে আরও বলিতে হইবে।

মৃণা। দেখ! স্ত্রীলোকই পুরুষের সঙ্গিনী।

মনো। এ কথাটি বড়ই কঠিন। সরলভাবে বিশদ রূপে বুঝাইয়া দাও।

মৃণা। রমণীর স্বভাব এরূপ দয়াপূর্ণ যে, অন্যের দুঃখ দেখিবামাত্র তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। রমণীর অত্যুচ্চ গুণ সকল, তাহার কোমল স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। এই কোমল স্বভাবই সঙ্গিনীর পরিচয়।

মনো। রমণীর কোমল স্বভাবের আর পরিচয় কি আছে?

মৃণা। রমণীগণ, সকল অবস্থায়ই ধাত্রী স্বরূপ। তাহারা অসহায়দিগের রক্ষার ভার গ্রহণ করে; স্নেহভাজন দিগের সেবাশুশ্রূষা করে, এবং আপন প্রকৃতির কোমলতা দ্বারা শান্তি ও সন্তোষ বিস্তার করিয়া পুরুষদিগের চরিত্র গঠন করে। তাহাদের অন্তরের গঠনই এরূপ যে, তাহা দয়া, কোমলতা, সাধুতা, সহিষ্ণুতা, প্রেম, আশা ও বিশ্বাস দ্বারা অলঙ্কৃত। যাহাতে তাহাদের দৃষ্টি পড়ে, তাহাই উজ্জ্বলতা ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়। তাহাদের স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি, মলিনতাকে

প্রসন্নতায় পরিণত করে, দুঃখীর দুঃখ দূর করে এবং শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান করে। তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা দূর করে।

এইরূপে পুরুষ, প্রত্যেক অবস্থায় রমণীগণের দ্বারা পরিচালিত হয়।

মনো। ইহার আরো কি প্রমাণ আছে ?

মৃণা। দেখ! তাহারা শৈশবকাল মাতৃক্রোড়ে কাটায়; বাল্যকালে ভগিনীদের সহিত খেলা করে ও তাহাদের নিকট সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে, যৌবনকালে প্রণয়িণী তাহার পরামর্শদাত্রী ও পথপ্রদর্শনী হয় এবং প্রিয়তমা সখীরূপে বর্ত্তমান থাকে। এইরূপে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পুরুষ কখনো মাতা দ্বারা, কখনো বা ভগিনী দ্বারা, কখনো বা গৃহিণী দ্বারা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্টভাবে পরিচালিত হয় এবং তাহার জীবন ও চরিত্র তদনুসারে সুখময় বা দুঃখপূর্ণ হইয়া থাকে।

মনো। আরো কোনো প্রমাণ আছে কি ?

মৃণা। প্রমাণ বিস্তর আছে। তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আরো দেখ কোমলতা, দুর্ব্বলতা, দয়ালুতা, মমতা প্রভৃতি দ্বারা রমণীগণ মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা এবং সখীরূপে—পুরুষের খারাপ চরিত্রকে কোমলভাব ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করে।

মনো। দেখ মৃণালিনী! তোমার ভিতর যে, এরূপ সদ্‌গুণ রাশি বিরাজিত আছে, তাহা কখনো জানিতাম না, আমি তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি, সংসারে আসিয়া রমণীগণের কি কি করা কর্ত্তব্য, তাহা নিম্নে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দেখাও। আমি তোমার সেই আদর্শ; বঙ্গরমণীর করে, আদর্শ গৃহিণীরূপে অর্পণ করিব।

তোমার সেই আদর্শ, বঙ্গসংসারের প্রতি ঘরে ঘরে বিরাজিত হইবে এবং তোমার সেই আদর্শ গ্রহণে নববধূগণ সংসারের সুখ, শান্তি ও শোভা বর্দ্ধন করিবে।

মৃণালিণী! আমি তোমাকে ও কুল-ললনাগণকে জানাইতেছি, তোমরা সকলে এই সাধনার পথে অগ্রসর হও। সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

মৃণা। তোমার এত উচ্চ আশা! যা হৌক আমি যথাসাধ্য তোমার মহিমা ও কৃপাগুণে এই কঠোর ব্রত পালনে নিযুক্ত হইলাম। ফলাফল তোমার হাতে।

---

(১) বিবাহ।

মৃণালিণী। স্ত্রী, পুরুষের বন্ধনই বিবাহ। এই "বিবাহ" কথা বড়ই গুরুতর বিষয়।

মনোরঞ্জন। "বিবাহ" কথাটা বড়ই গুরুতর বটে, এ সম্বন্ধে কি বলিতে চাও?

মৃণা। বিবাহ হইলেই কারাগারে বন্দী হইলে, এক-জন ছিলে দুইজন হইলে। একের সুখ দুঃখের সহিত দুইজনের সুখ দুঃখ জড়িত হইল। শরীর ও মন দুই-ই পরস্পর পরস্পরের উপর বিশেষ রূপে নির্ভর করিতে আরম্ভ করিল।

মনো। স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধে শারীরিক কিছু দেখবার আছে কি?

মৃণা। নিশ্চয়ই আছে? শরীর সুস্থ না থাক্‌লে জীবনই বৃথা। আমার মতে শরীর সুস্থ থাকে, শরীরে কোনরূপ পীড়া না থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য।

মনো। শরীর সুস্থ না থাকিলে দোষ কি?

মৃণা। কি স্ত্রীলোক ও কি পুরুষ, শরীর সুস্থ না থাকিলে কাহারো বিবাহ করা উচিত নয়। স্ত্রী যদি

পীড়িতা হন, তাহার পীড়া পুরুষে জন্মিবে, সন্তানে যাইবে ; আবার পুরুষের পীড়া হইলে স্ত্রী পাইবে, সন্তান পাইবে। অতএব সন্তানের সুখ দুঃখ, স্ত্রীপুরুষ উভয়ের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে।

মনো। বিবাহের পূর্ব্বেই ইহার বিচার করা কর্ত্তব্য।

মৃণা। নিশ্চয়ই। স্ত্রী পুরুষ বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের উভয়েরই সমান বল ও তেজ আছে কিনা এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। কারণ বিবাহ হইলেই স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী নামে খ্যাত হয়।

মনো। স্ত্রীকে কি নিমিত্ত সহধর্ম্মিণী বলে।

মৃণা। দুই আত্মার মিলনই বিবাহ। এবং এ নিমিত্তই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী নামে খ্যাত।

মনো। বিবাহের উদ্দেশ্য কি ?

মৃণা। বিবাহ সুখের জন্য নয়, বিবাহ অমোদ প্রমোদ জন্য নয়, বিবাহ অলঙ্কার পরিবার জন্য ও নয়, বিবাহ ধর্ম্মের জন্য। বিবাহ—ধর্ম্মসাধনার্থ পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে সক্ষম হবে বলিয়া, পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। যেমন পিতা মাতা, ভাই ভগিনী ঈশ্বর প্রদত্ত এবং ঈশ্বর প্রদত্ত বলিয়া তাহাদের মধ্যে আপনা আপনিই স্নেহ মমতা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বিবাহ ঈশ্বর প্রদত্ত

বলিয়া স্ত্রী পুরুষ মধ্যে আপনা আপনিই স্নেহ মমতা উৎপন্ন হয়।

মনো। তাহা হইলেই বিবাহের মূল—ধর্ম্ম। বিবাহের উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম।

মৃণা। তা বই কি? এ যে প্রকৃত কথা।

বঙ্গ বালাগণ! যখন বিবাহের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে তখন কায়মনোবাক্যে স্বামীতে আত্ম সমর্পণ কর, স্বামীকে ভক্তি কর, স্বামীর সেবা কর, তাহা হইলেই সংসার শান্তি পূর্ণ ও গৃহাশ্রম ধর্ম্ম সম্পন্ন হইবে।

---

(২) রমণীর নীতি শিক্ষা।

মনোরঞ্জন। কিরূপে রমণীর নীতি শিক্ষা হইতে পারে?

মৃণালিণী। দেখ আমরা বলিয়া থাকি কন্যাদায়। একথার অর্থ কি, তাহা আমরা বুঝিনা। আমাদের বিশ্বাস, খুব জাঁক জমক সহকারে মেয়ের বিবাহ দিলে কন্যাদায় ঘোচে। গরিবানা ভাবে মেয়ের বিবাহ দিলে কন্যাদায় ঘোচেনা।

মনো। কন্যাদায় ঘোচে কিসে?

মৃণা। বর ক'নে উভয়েরই ভাল মন্দ বিচার করিয়া বিবাহ দিতে পারিলে কন্যাদায় ঘোচে। বর সুশিক্ষিত ও সুসমাজের হইলে; ক'নে গৃহের সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্ম আচার ব্যবহারে ভূষিতা হইলে কন্যাদায় ঘোচে। কেবল দেখিতে ভাল হইলে পাত্র, পাত্রী ভাল হয় না।

যে শিক্ষার ফলে রমণীগণ অন্যের নিকট দেবীর আদর পান, সে শিক্ষা সহজে হয় না।

মনো। সে শিক্ষা কিরূপে হইতে পারে?

মৃণা। পিতা, মাতা সর্ব্বদা চেষ্টা করিলে, সর্ব্বদা যত্ন করিলে, তাহাদের সে শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা, সে যত্ন, যখন তখন করিলে হয় না। শিশুবেলা হইতে এ বিষয়ের শিক্ষার দরকার, কথা ফোটে ফোটে এমন সময় হইতেই মেয়েকে পাখী পড়াইবার মত পিতা, মাতা শিক্ষা দান করিলে মেয়েদের নীতি-শিক্ষা হইতে পারে; কেবল নীতি-শিক্ষা দিলে চলিবেনা। পিতা, মাতার অন্যায় ব্যবহার মেয়ে যেন শিক্ষা না পায়। অতএব সকলেরই উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তানদিগকে শিক্ষা প্রদান করা উচিত।

মনো। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?

মৃণা। যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে স্ত্রী-শিক্ষা

প্রবেশ না করিবে, যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর ভবিষ্যদ্বংশের মাতা, আপন সন্তান সন্ততির চরিত্রগঠন করিতে না শিখিবেন, সে পর্য্যন্ত "বি, এ," "এম, এ," দ্বারা যতই দেশ পূর্ণ হউক না কেন, জাতীয় চরিত্রগঠন কিছুতেই হইবে না। ভারতবাসী ধনে, জনে ও বুদ্ধিতে পৃথিবীর কোনো জাতি অপেক্ষা কম নহেন ; সেই ভারতবাসীর একটীর ত্রুটীতে আজ এই অবস্থা। তাহারা কারণ- ভারতরমণীর চরিত্র একেবারেই নাই।

মনো। তুমি স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে যে দু'চারটা কথা বলিলে তাহা যথার্থ। ইহা ভিন্ন স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষত্ব আছে কি ?

মৃণা। না থাকিবে কেন ? স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষত্ব এই—মাতা যদি সুশীলা ও গুণবতী হন, তাহা হইলে কন্যা-গণ মাতার আদর্শে সচ্চরিত্রা ও গুণবতী হইয়া উঠিবে। কেবল তাহা নহে ; স্ত্রী শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা হইলে, সে স্ত্রীর দ্বারা মহৎ উপকার হয়, স্বামীর স্বভাব মন্দ থাকিলে সেই স্ত্রী দ্বারা তাহার স্বভাব ভাল হয় এবং মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারাসক্ত স্বামীর দোষ দূরীভূত হয়। এবং গৃহে প্রকৃত সুখশান্তি বিরাজ করে।

রমণীর নীতি-শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় বলা হইল

বঙ্গ রমণীগণ তাহার আদর্শ গ্রহণ কর। সতীবালাগণ! আর অলসতায় বৃথা সময় নষ্ট করিও না; আর স্বার্থপরতার দাস হইয়া নিজের ও সন্তানের ভবিষৎবংশাবলীকে নীচতর গভীরতম দেশে ডুবাইও না; নিজের অন্তরকে প্রশস্ত কর; কায়মনোবাক্যে নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও সন্তান সন্ততির উপকার কর; সতী নামের যথার্থ গৌরব রক্ষা কর, যথার্থ সাধ্বী-সতী বলিয়া পরিচিতা হও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীলোকের গুণ।

(১) পতি, পত্নীর ব্যবহার।

মনোরঞ্জন। গৃহিণীর নিত্যকর্ম্ম কি?

মৃণালিণী। পতি, পত্নীকে প্রতিপালন, সন্তানগণকে শিক্ষাদান, এবং স্বজন ও বন্ধুগণের সহায়তা করা গৃহিণীর নিত্যকর্ম্ম।

মনো। পতি, পত্নীর ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত?

মৃণা। পতি ও পত্নী পরস্পরকে সন্তুষ্ট রাখিতে ও পরস্পরের উপর প্রীতি ও প্রসন্ন থাকিতে যত্নশীল হইবে। যাহাতে পরস্পরের আলাপ ও আচরণ পরস্পরের বিরক্তি জনক না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনো। পতির প্রতি পত্নীর আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত ?

মৃণা। পত্নী, পতিকে প্রাণতুল্য দেখিবে, চিন্তাতে পবিত্র থাকিবে, বাক্যেতে নম্র ব্যবহার করিবে। বিশুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, পতি যাহা বলিবেন তাহা প্রীতি ও প্রফুল্লতার সহিত প্রতিপালন করিবে।

মনো। আর কি কোনো ব্যবহার নাই।

মৃণা। যথেষ্ট আছে।

মনো। বিস্তারিত বলতে কি কোনো বাধা আছে ?

মৃণা। কোনো বাধা নাই। অবশিষ্ট তুমি বল, আমি শুনে শিক্ষা করি।

মনো। তুমিই বল, পরে তোমাকে তাহার কোনো সামঞ্জস্য থাকিলে বলে দিব।

মৃণা। স্ত্রী, ধর্ম্মার্থ ভোগ বিষয়ে স্বামীকে আপনার নেতা করিয়া ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগত থাকিবে। স্ত্রী, স্বামীকে আশ্রয় তরু ও আপনাকে আশ্রিত লতা বিবেচনা করিবে। একের সুখ, দুঃখ ও সম্পদ বিপদ উভয়েই বিভাগ করিয়া লইবে। ধর্ম্ম বলের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইবে।

মনো। যে পরিবারে এরূপ দম্পতি থাকিবে তথায়

সুখ, শান্তি ও কল্যাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

মৃণা। কিরূপে?

মনো। তবে শুন। স্ত্রীলোকের স্বামীই গুরু, স্বামীই দেবতা, স্বামীই স্বর্ব্বস্ব; তাহা তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ, যা হৌক স্বামীর প্রতি ব্যবহার প্রণালী সংক্ষেপে বলিতেছি।

(১) স্বামী সেবা, স্বামী ভক্তি, স্বামী শুশ্রূষাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম।

(২) মনে রাখিবে, স্বামী সন্তুষ্ট থাকিলে স্ত্রীর সংসার, ধর্ম্ম সম্পন্ন হইল।

(৩) স্বামী কিসে সন্তুষ্ট থাকিবেন, কিসে আরাম পাইবেন, এই চিন্তা, এই চেষ্টা সর্ব্বদা করিবে।

(৪) স্বামী রাগ করিলে রাগ করিবে না; কটু কহিলে কটু কহিবে না; বরং নতশির হইয়া অম্লানবদনে মাথা পাতিয়া নিয়ে সকল সহ্য করিবে।

(৫) স্ত্রী, স্বামীর ভ্রম প্রমাদে অন্ধ হইয়া থাকিবেন না। হিতকারিণী সখীর ন্যায়, স্বামীকে খারাপ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে ও সৎকর্ম্ম সাধনে সুমন্ত্রণা দিবে।

কুল-লক্ষ্মীগণ! স্বামী ভক্তি ও ব্যবহার দ্বারা তোমাদের

নামের গৌরব রক্ষা কর। দেখিবে তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ তোমাদের আদর্শে, স্ত্রী নামেরও সতীত্ব ধর্ম্মের সম্মান বৃদ্ধি করিবে।

(২) পরিজনের প্রতি ব্যবহার।

মনো। বল দেখি শ্বশুর গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্বশুর শাশুড়ি, ভাসুর, ভাসুর পত্নী, দেবর, দেবর পত্নীগণ ও ননদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে।

মৃণা। পিতা, মাতার ন্যায় শ্বশুর শাশুড়ী অতিশয় ভক্তিভাজন ও পূজনীয়। স্বামী-গৃহে প্রবেশ করিয়াই মাতার ন্যায় শাশুড়ীকে ভক্তি করিবে এবং তাহার আদেশ পালন করিবে।

২। জ্যেষ্ঠ ভাই, ভগিনীকে যেরূপ ভক্তি করিবে, কথামতে চলিবে, সেইরূপ ভাসুর, ভাসুর পত্নীদিগকে ভক্তি করিবে ও তাহাদের আদেশ মতে সর্ব্বদা চলিতে চেষ্টা করিবে।

৩। দেবর, দেবর পত্নীগণকে, ননদকে সর্ব্বদা যত্ন করিবে, স্নেহ করিবে, যাহাতে তাহাদের মন পাওয়া যায়

সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। সদুপদেশ দ্বারা দোষ গুণ সংশোধন করিয়া দিবে।

৪। দাস দাসীকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিবে। তাহাদিগকে কখনো কটু বাক্য বলিবে না ; বরং মিষ্টকথায় তাহাদিগকে বশীভূত রাখিবে। কেবল কথার দ্বারা নয় ; তাহাদের আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিজে না খাইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইবে। তাহাদের পীড়া হইলে রীতিমত সেবাশুশ্রূষা করিবে। ঔষধ ও পথ্যাদি দিবে।

কুলবালাগণ! তোমরা কেবল নিজ পতি, পুত্র, কন্যাগণকে ভরণপোষণ করিও না এবং স্বার্থসাধনে ব্যস্ত থাকিও না। দরিদ্র ও দুঃখী ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালন ও যত্ন করিও, প্রাণপণে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে শুশ্রূষা করিও, দেশের কু-নীতি, কু-প্রথা ত্যাগ করিয়া, শ্রেষ্ঠ নীতি দ্বারা নিজের ও পারিবারিক উন্নতি সাধন কর। লোক নিন্দার জন্য সৎকার্য্য করিতে দ্বিধা করিও না ; লোকের প্রশংসার জন্য লালায়িত হইও না।

অতএব একবার দৃঢ় অধ্যবসার সহিত আত্মোন্নতি সাধনে যত্নবতী হও। জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, ভূষিতা হইয়া সতীত্বের মুখোজ্জ্বল কর, নারী জীবন সার্থক হইবে।

---

(৩) অন্যান্য ব্যবহার প্রণালী

মনোরঞ্জন। ব্যবহার শব্দের মানে কি ?

মৃণালিণী। ব্যবহার সোজা কথা নয় ? এক ব্যবহারে সকল দোষ ঢাকে, আবার সকল দোষ প্রকাশ পায়।

মনো। কিরূপ ব্যবহার দ্বারা দোষ ঢাকে ?

মৃণা। (১) কখনো কাহারো নিন্দা করিবে না। অপরের নিন্দা করিলে আপন চরিত্র দূষিত হয় এবং বিপদে পড়িতে হয়।

(২) কখনো কাহারো কোনো ক্ষতি করিবে না। পরের ক্ষতি করিলে নিজের ক্ষতি হয়।

(৩) সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে। সত্য কথা বলিলে কোনো খারাপ কাজ করিতে পারিবে না। সত্যই-ধর্ম্ম, সত্যই-স্বর্গের সোপান।

(৪) প্রতিজ্ঞা পালন করিবে। কারণ—কথার অন্যথা হইলে, লোকে বিশ্বাস করিবে না।

(৫) কখনো রাগ করিবে না। যদি কখনো রাগ হয়, তাহা হইলে, সে সময় কোনো প্রত্যুত্তর করিবে না। নীরবে থাকিবে।

(৬) কাহাকে কটু বাক্য প্রয়োগ করিবে না। স্নেহ বচনে সকলের সন্তোষ করিবে। স্নেহ ও দয়ায় জগৎ বশ হয়। টাকায় যাহা না হয়, এক স্নেহ ও দয়ার দ্বারা তাহা হয়।

(৭) যদি নিজে আরামে থাকিতে চাও, নিজে সুখী হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পরের আরাম কর, পরকে সুখী কর।

(৮) আলস্য ত্যাগকর। যখন যে কার্য্য করিতে হইবে, তখন তখন সে কার্য্য সম্পন্ন করিও।

(৯) সহ্যগুণ অবলম্বন করিবে। সহিষ্ণুতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, পরিশ্রম দ্বারা সংসারের প্রায় সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারা যায়।

(১০) নিষ্কর্ম্মা হইয়া কখনো বসিয়া থাকিও না, কারণ খারাপ চিন্তা মনে আসিয়া নিজকে কলুষিত করিবে।

(১১) যাহারা কু-লোক, কু-পরামর্শ দাতা, তাহাদের নিকট বসিবে না। যতদূর হয়, দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(৪) গৃহকর্ম্ম।

মনোরঞ্জন। স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম কি কি ?

মৃণালিণী। স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্মের অভাব নাই। তন্মধ্যে রন্ধন, শিল্প শিক্ষা ইত্যাদি অগ্রে আবশ্যক।

মনো। তুমি দু'কথায় গৃহকর্ম্ম বুঝাইয়া দিলে, রন্ধন ও শিল্প গৃহকর্ম্ম বটে, কিন্তু কি কি প্রণালীতে তাহা সম্পন্ন করিবে।

মৃণা। রন্ধন করিতে হইলে বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, দুধ জ্বাল দেওয়া, ভাড়ারের হিসাব, দাস দাসীর হিসাব জানা আবশ্যক ; তাহা হইলে সংসারের সকল কার্য্য শৃঙ্খলা মতে চলিবে।

শিল্পকর্ম্ম ;—আমরা গৃহে বসিয়া শিল্পকর্ম্ম করিতে পারি, ঐ শিল্প দ্বারা অর্থের উপার্জ্জন হয়। শিল্প নানা প্রকার—সেলাই করা, রিপু করা, খেলনা তৈয়ার করা, চিত্র করা ইত্যাদি বুঝায়।

মনো। তুমি বলিলে, স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য রন্ধন ও শিল্প কার্য্য ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করি, যাহাদের অবস্থা ভাল, দাস দাসী, রাঁধুনী বামন আছে, তাহাদের গৃহ কর্ম্মের আবশ্যক কি ? অর্থ থাকিলেই ত সব হয়।

মৃণা। আমাদের এ বড় ভুল ধারণা। স্ত্রীলোক মাত্রেরই পরিশ্রমী হওয়া উচিত। কেবল আগাগোড়া পা টীপাইয়া, আলতা পড়িয়া, চুল বাঁধিয়া, আলপেট কাটিয়া, টিপ কাটিয়া, তাস খেলিয়া কি সময় নষ্ট করা উচিত ?

মনো। তাতে দোষ কি ?

মৃণা। দোষ বিস্তর রয়েছে। ইহাতে অলস স্বভাব জন্মে, নিজের কুমতি, সন্তানাদির কু-উপদেশ হইয়া থাকে। অতএব কি ধনী, কি নির্ধনী সকল স্ত্রীলোক গণই কিছুকাল গৃহের কর্ম্ম করিবে, কিছুকাল পড়াশুনা করিবে, কিছুকাল শিল্প কার্য্য করিবে। ধনী স্ত্রীলোকের শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করা অর্থের জন্য নয়, শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে শরীর ও মন ভাল থাকে।

মনো। তুমি, যে যুক্তি দেখালে তাহা ন্যায় সঙ্গতই বটে ; গৃহিণী মাত্রেরই গৃহকর্ম্ম উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। কেবল দাস, দাসীর প্রতি নির্ভর করিয়া রাখিলে গৃহকর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। দাস, দাসী থাকা স্বত্বেও গৃহিণীর গৃহকর্ম্ম করা উচিত। তাহা হইলে নিজের সদভ্যাস ও সন্তানাদির সদুপদেশ হয়। এবং দাস দাসীর কর্ম্মের প্রতি ভয় থাকে।

মৃণা। আর দৃষ্টান্তের আবশ্যক নাই, রাত্রি প্রায় শেষ

হইয়াছে। এখন একটু নিদ্রা যাও। তুমি এসব যে ভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছ; তাহাতে সব বুঝিতে পারিয়াছি। আমি কাল হইতে ভালরূপে রন্ধন ও শিল্প কার্য্য করিয়া তোমার মনোরঞ্জন করিব। তুমি নামেও মনোরঞ্জন, কার্য্যেও মনোরঞ্জন।

অতএব কুল-বধুগণ, তোমরা সকলে, অগ্রে রন্ধন ও তৎপর শিল্পকর্ম্মে অগ্রসর হও। দেখিবে, তোমাদের এরূপ উচ্চ আদর্শে কন্যাগণ সুশিক্ষিতা হইয়া সকলের প্রীতি ভাজন হইবে। ও রমণী কুলের কীর্ত্তি রাখিবে।

---

(৫) গৃহ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য।

মনোরঞ্জন। গৃহাদি পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য ?

মৃণালিণী। সব বিষয়ই কি আমায় বলিতে হইবে। তুমিই এ বিষয় ভালরূপে বুঝাইয়া বল।

মনো। তোমার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া আর কি উদ্ধার আছে ?

মৃণা। তোমার বাক্চাতুরী রাখিয়া আসল কথা বল ?

মনো। শুন।

(১) প্রত্যহ প্রাতে গৃহ ধৌত ও পরিষ্কার করিবে।

(২) গৃহের সকল জিনিসাদি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবে। যেখানের যে দ্রব্য, সেইখানে সেই দ্রব্য রাখিবে নতুবা আবশ্যকমত শীঘ্র পাওয়া যাইবে না।

(৩) সকালে ও সন্ধ্যায় ধূপ ও গন্ধক একত্র করিয়া সকল ঘরে ধূনা দিবে।

(৪) ঘরে কোন প্রকার দুর্গন্ধ আসিতে দিবে না।

(৫) বিছানাপত্র প্রত্যহ রৌদ্রে দিবে।

(৬) ঘরে কোনরূপ আবর্জ্জনা, থুথু ফেলিবে না ; তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি হয়।

(৭) ঘরে যাহাতে রৌদ্র ও বায়ু চলাচল করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিবে।

(৮) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাই স্বাস্থ্যের প্রধান লক্ষণ। পরিমিত আহার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিষ্কারিতা এবং ব্যায়ামই স্বাস্থ্যের প্রধান লক্ষণ।

(৯) প্রকৃত ইন্দ্রিয় নিগ্রহই স্বাস্থ্য ও সুখের মূল।

বঙ্গলক্ষ্মীগণ! এ সব নিয়ম শিশুকাল হইতেই সকলের পালন করা উচিত। কারণ স্বাস্থ্য, শরীর ও মনের সহিত অতি নিকট সম্বন্ধ। শরীরের সহিত মন

জড়িত, আবার মনের সহিত শরীর জড়িত। সুতরাং সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে, মন ও শরীর দুই সুস্থ রাখিতে হইবে।

(৬) পরিশ্রম।

মনোরঞ্জন। পরিশ্রম করিবার ফল কি ?

মৃণালিণী। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে পরিশ্রম আ বশ্যক

মনো। পরিশ্রম কয় প্রকার ?

মৃণা। পরিশ্রম দুই প্রকার। শারিরীক ও মানসিক। পরিশ্রম না করিলে, কিছুতেই শরীর সুস্থাবস্থায় থাকিতে পারে না। যাহারা পরিশ্রম করে না সে বড়ই সুখী, এটা আমাদের বড় ভুল ধারণা।

মনো। ইহার কোনো দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার কি ?

মৃণা। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। রাশি রাশি সর্ব্বদাই দু'চোখে দেখিতেছি, বর্ত্তমানে আমরা এরূপ পীড়িতা, ক্ষীণা, দুর্দ্দশাপন্ন কেন ? উপযুক্ত পরিশ্রম করি না বলিয়াই আমাদের শরীরে নানারূপ পীড়া আশ্রয়

গৃহিণী।

লইতেছে। সন্তানাদিও সেইরূপ হইতেছে। তুমি রাজ মহিষী হও বা ভিখারীর ভিখারিণী হও, যেমন করিয়া হয় নিয়মিত পরিশ্রম করিবে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখিবে কি? গ্রামের স্ত্রীলোকগণ সহরের স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী, এজন্য তাহারা অধিক সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ থাকে।

অতএব পৃথিবীতে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকিতে হইলে, সর্ব্বদা পরিশ্রম কর এবং সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া মনকে সুখী কর। মনকে শান্তিতে রাখাই মনের সুখ, শরীরের সুখ।

---

(৭) লজ্জা।

মনোরঞ্জন। স্ত্রীলোকের প্রধান অলঙ্কার কি।

মৃণালিণী। লজ্জাই স্ত্রীলোকের প্রধান অলঙ্কার।

মনো। কিরূপে?

মৃণা। লজ্জা ধর্ম্মের সহায়, শিষ্টতার জীবন, জীবনের সঙ্গিনী, সৎপথের নেতা, পাপ পথের কণ্টক। কুপথে যাইবার সময় লজ্জা আসিয়া বাধা দেয় এবং সুপথে হাত ধরিয়া চালায়।

মনো। অবগুণ্ঠন দ্বারাই লজ্জা নিবারণ করা যাইতে পারে।

মৃণা। কেবল অবগুণ্ঠন দিলেই লজ্জা প্রকাশ পায় না। শাক্য সিংহের বনিতা "গোপা" বলিয়াছেন—''ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে অবস্থায়ই থাকুন না; তাহাতেই তাহার শোভা পায়, গুণবতী স্ত্রী কুশের বস্ত্রই পরিধান করুন, শতছিদ্রে জীর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হউন, অথবা কৃষ্ণকায়ই হউন, তিনি আপনার তেজে আপনি শোভা পান। ধর্ম্মই মানবের আবরণ, ধর্ম্মই মানবের সৌন্দর্য্য। নানা অলঙ্কারে ভূষিত বালক বালিকা কুপথে চলিলে তাহার লাবণ্য কখনো থাকে না। হৃদয় যাহার পাপে পরিপূর্ণ, বাহ্যিক আবরণ তাহার কি করিবে?

সে অমৃত, বিষকুম্ভ সদৃশ। শারিরীক দোষ যাহার সংযত, বাক্য যাহার নিয়মিত, ইন্দ্রিয় সকল যাহার বশীভূত, চিত্তবৃত্তি যাহার পরিষ্কার, ও মন যাহার প্রসন্ন, তাহার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিবার প্রয়োজন কি?

যাহাদিগের লজ্জা নাই, সম্ভ্রম নাই, যাহাদিগের চিত্ত বশীভূত হয় নাই, ইন্দ্রিয় সকল দুর্দ্দমনীয়, শত অবগুণ্ঠনে আবৃত হইলেই বা তাহাদের রক্ষা কোথায়? যাহার চিত্ত আত্মবশ, পতি যাহার প্রাণ, সে রমণী, চন্দ্র, সূর্য্যের

ন্যায় সকল স্থানে, সকলের নিকট প্রকাশিত হইলেই বা ক্ষতি কি ?”

মনো। লজ্জা সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত দেখালে, ঠিক কথা।

মৃণা। এ সম্বন্ধে আরো অনেক বলিবার আছে। দেখ অধিকাংশ রমণীই কেবল অলঙ্কার দাও, অলঙ্কার দাও করিয়া স্বামীকে বিরক্ত করে—সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে না ? তাহা ভুল। লজ্জারূপ রত্নে যেরূপ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, সেরূপ কি অলঙ্কারে হয়; যাহার লজ্জা নাই, সমস্ত পৃথিবীর অলঙ্কার দিলেও তাহাকে সুন্দর দেখায় না। অতএব লজ্জাই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার, ভূষণ এবং ধর্ম্ম বল।

কুলবধূগণ ! এই লজ্জা হইতেই নম্রতা উৎপন্ন হয়। নম্রগুণে, বিনয় বাক্যে, বিনয় ব্যবহারে সর্ব্বত্রই বন্ধু পাওয়া যায়। অতএব স্ত্রীলোকের নম্রতা, স্নেহ, দয়া ও লজ্জাশীলতাই শ্রেষ্ঠ ভূষণ। যে স্ত্রীলোকের এই গুণ নাই, তাহার দ্বারা সংসারের কোনো উপকার হয় না। বরং অন্যের বিরক্তি ভাজন হইতে হয়।

(৮) চরিত্র।

মনোরঞ্জন। এ সংসারে আমাদের প্রধান সম্পত্তি কি?

মৃণালিণী। চরিত্র।

মনো। কিরূপে চরিত্র সম্পত্তি হয়।

মৃণা। বিদ্যা থাক্, বুদ্ধি থাক্, ধন থাক্, জন থাক্, তাহার যদি চরিত্র না থাকে, তবে সকলই বৃথা।

মনো। চরিত্র জিনিসটি কি?

মৃণা। যাহারা সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলে না, পরনিন্দা, পরের ক্ষতি করে না, আপনার রিপু ও ইন্দ্রিয় সকল দমন রাখে, লোকের উপকার করে, তাহারাই চরিত্রবান ব্যক্তি। ইহারাই মনুষ্য-কুল-প্রদীপ।

কুলবধূগণ! যাহাতে চরিত্রে কোন দোষ না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি করিও। মনে রাখিও চরিত্রবান ব্যক্তি সকল স্থানে সকলের নিকট ভক্তি ও সম্মান পাইয়া থাকেন।

(৯) সৎসঙ্গ।

মনোরঞ্জন। সৎসঙ্গ কি ?

মৃণালিণী। জীবনের শুভ-সৎ, অশুভ-অসৎ উৎপন্ন হয়।

মনো। কিরূপে ?

মৃণা। সংসারে সৎপথে থাকিতে হইলে সৎসঙ্গের প্রয়োজন। যেরূপ দেখে শুনে, সেইরূপই লোকে শিখে। সুতরাং সৎসঙ্গ হইলে জীবন সার্থক হয়। অসৎসঙ্গে নরকগামী হইতে হয়। অতএব সৎপথ অবলম্বন কর, অসৎ পরিত্যাগ কর। নিরাপদে থাকিবে এবং শান্তির সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

কুলবধূগণ ! সৎসঙ্গ দ্বারা স্বভাব উন্নত কর। এই স্বভাবের গুণেই লোকের নিকট প্রশংসনীয়া হওয়া যায়। সৎসঙ্গে থাকিতে চেষ্টা করিও, তাহা হইলে অনেক বন্ধু মিলিবে। সৎ হও, সৎকর্ম্ম কর, সংসারে সুখ যতদূর সম্ভবে পাইবে। ঘরে একা বসিয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তবু কুসংসর্গে ক্ষণকাল থাকিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(১০) সদ্‌ভ্যাস।

মনোরঞ্জন। সংসারে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম্ম কি ?

মৃণালিণী। প্রকৃতির নিয়ম পালন করা।

মনো। প্রকৃতির নিয়ম কিরূপে পালন করিতে হয়।

মৃণা। ধর্ম্মপথে চলিলেই প্রকৃতির নিয়ম পালন করা হয়।

মনো। কিরূপে ?

মৃণা। নিম্নলিখিত গুণগুলি পালন করিতে হইবে।

(১) নামে রুচি।

(২) জীবে দয়া।

(৩) অথিতি সংকার।

(৪) গুরুজনের সেবা।

(৫) দান করা, যথা—ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, পিপাসুকে জলদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান ইত্যাদি।

(৬) কাহারো মনে কষ্ট না দেওয়া।

(৭) অহিংসা।

মনো। ধর্ম্মপথে থাকিলে কি লাভ হয়।

মৃণা। এক ধর্ম্ম লাভ করিলে লক্ষ্মী, সৌভাগ্য, যশ

গৌরব পাওয়া যায়। এবং ইহারা কখনো ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না।

মনো। মৃণালিণী। তোমার এসব উপদেশ পূর্ণ কথাগুলি বড়ই হৃদয় গ্রাহী ভাবপূর্ণ. মনে রাখিও ইহা হইতে কখনও বিচলিত হইও না।

কথায় বলিয়া কাজ কি? চল আমরা উহার পথ অনুসরণ করি। সকল বিষয়েই মঙ্গল হইবে। লক্ষ্মী, সৌভাগ্য. সুখ, সমৃদ্ধি সকলই ধর্ম্মের অনুগামী।

(১১) সঞ্চয়।

মনোরঞ্জন। সঞ্চয় করার ফল কি?

মৃণালিণী। সঞ্চয় না করিলে বিপদে, অসময়ে, কাজ-কর্ম্মে ঋণগ্রস্থ হইতে হয়।

মনো। ঋণ করার দোষ কি?

মৃণা। ঋণ পরম শত্রু বিশেষ। কষ্ট করিয়া চলিবে তবু ও ঋণ করিবে না। আয় বিবেচনা করিয়া ব্যয় করিবে। সঞ্চয় অভ্যাস করিলে পরিশেষে সুখ লাভ হয়। ঋণ করিলে দুঃখ পাইতে হয়। মনে রাখিও

আহারীয় দ্রব্য, গৃহ সংস্কার, অলঙ্কার দান এসকল বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া খরচ করিবে। এমন কি খরচের সময় প্রত্যেক বিষয় হইতে কিছু না কিছু বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে।

(১২) অন্তঃকরণের উৎকর্ষ সাধন।

মনোরঞ্জন। কি করিলে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ও উন্নত হয়।

মৃণালিণী। সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, এবং হিতৈষণা এই কয়েকটী অন্তঃকরণের বৃত্তি। এই সকল বৃত্তি গুলিকে পরিচালিত এবং অভ্যস্থ করিতে হইবে।
কখনো পরের কোনো অনিষ্ঠ করিবে না; বরং সাধ্যানুসারে হিতসাধন করিবে। তাহা হইলেই অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ও শান্তিরসে পূর্ণ হইবে।

মনো। ইহার আর প্রমাণ কি আছে?

মৃণা। প্রমাণ অনেক আছে।

মনো। কি বল দেখি?

মৃণা। যখন যাহা দেখিতেছ, করিতেছ, শুনিতেছ

গৃহিণী।

তাহা ভাল কি মন্দ ; যদি ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে যেন ভাল, আর যদি মন্দ বলিয়া বোধ হয়, তবে যেন মন্দ, এসকল বিষয় মনে মনে সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মনের উৎকর্ষ ও জ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকিবে।

কুলবধূগণ! যদি সম্মান ও শান্তির সহিত জীবন যাপন করিতে চাও, কি ছোট, কি বড় সকল বিষয়েই আত্ম-নিগ্রহ অভ্যাস কর। লোকের অন্যায় ব্যবহার সহ্য ও ক্ষমা কর। এরূপে কষ্ট সহ্য করিয়া সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধন কর।

---

(১৩) অতিথি সৎকার ও দান।

মনোরঞ্জন। অতিথি সৎকার করার ফল কি ?

মৃণালিণী। অতিথির সেবা করিলে সকলেই স্বার্থপরতা সংযত করিতে পারে। তাহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে পরার্থ পরতা, উদারতা, সমদর্শিতার অভ্যাস করিতে পারিবে। পরে মিতব্যয়িতা ও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। অতএব অতিথি সেবার ন্যায় পুণ্য কার্য্য আর নাই।

মনো। তাই বল, অতিথি সেবার ন্যায় ধর্ম্মও আর নাই।

মৃণা। অতিথি সেবার ন্যায় মহৎ কার্য্য কিছুই নাই। অতিথি সেবায়, মানবকে পরোপকার ব্রত শিখাইয়া দেয়। অতিথি সেবায়, মানব হৃদয় পবিত্র হয়।

মনো। অতিথি সংকারের ফল বলিলে? দানের ফল কি? এবং কোন্ দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মৃণা। কলিকালে অন্নদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একেবারে অসমর্থে একমুষ্টি ভিক্ষা দিবে। যদি একান্ত তাহাও না পার, তাহা হইলে মিষ্টি কথার দ্বারা তাহার সন্তোষ করিবে।

কিছুতেই প্রার্থীকে "না" এ কথা বলিবে না, খাওয়াইয়া লোককে যেমন সন্তোষ করা যায়, এরূপ আর কিছুতেই সন্তোষ করা যায় না।

অতএব দানের তুল্য ধর্ম্ম আর নাই।

---

(১৪) শিষ্টাচার।

মনোরঞ্জন। শিষ্টাচারের লক্ষণ কি?

মৃণালিণী। যিনি অন্যের সম্মান, পূজ্যের পূজা, করেন, তিনিই শিষ্টাচারের নিয়ম জানেন। শিষ্টাচার বিনয়ের লক্ষণ।

গৃহিণী।

মনো। এ বড় কঠিন কথা, সাধারণতঃ শিষ্টাচার বলিতে কি বুঝায়।

মৃণা। কোনো অভ্যাগত গুরুজন সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে নমস্কার করা, সমশ্রেণীস্থ লোক হইলে নমস্কার করা, কোনো স্নেহের পাত্র প্রণাম করিলে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করা, কোনো দ্রব্য অন্যের নিকট হইতে চাহিয়া লইবামাত্র বলিবে উপকৃত হইলাম, অথবা তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া ইত্যাদি শিষ্টাচার বুঝায়।

মনো। শিষ্টাচার দ্বারা আর কি উপকার হয় ?

মৃণা। শিষ্টাচারী হইলে বিনয়ী হওয়া যায়। বিনয়ী হইলে ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। এবং সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। যাহার সম্পত্তি আছে, সে বিনয়ী হইলে তাহার শোভা আরও বৃদ্ধি পায়, যদি কোনো বিপদে পতিত হও, তাহা হইলে বিনয় গুণদ্বারা তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। এরূপ শত সহস্র গুণ আছে, যে তাহার সংখ্যা নাই।

মনো। আর কি কি গুণ আছে, দু'চারিটী বলত ?

মৃণা। বিদ্যা পণ্ডিতের, রাজা পৃথিবীর, চন্দ্র আকাশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে কিন্তু বিনয় সকলেরই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। বিনয় বাক্যে, বিনয় ব্যবহারে সর্ব্বত্রই বন্ধু পাওয়া যায়।

মনো। তাহা হইলে শিষ্টাচারে আরো অনেক উপকার হয়।

মৃণা। কি কি বল দেখি ?

মনো। পাড়া, প্রতিবাসীর বৌ, ঝি, তোমার বাড়ী আসিলে, হাসি মুখে মিষ্টি কথায় তাহাদের অভ্যর্থনা করিবে। হাসি মুখে, মিষ্টি কথায় এসো, বসো বলিবে, বাড়ীর অন্যান্য সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। তাহা হইলে তাহারা তোমার শিষ্টাচার ও ভদ্রতায় বড়ই সন্তুষ্ট হইবে, প্রশংসা করিবে। তোমার সে শিষ্টাচার, সে ভদ্রতা তাহারা কখনো ভুলিবে না।

কাহারো বাড়ী নিমন্ত্রিত হইলে, তাহাদিগকে এরূপে যতদূর সম্ভব শিষ্টাচার, ভদ্রতা দেখাইবে। তোমার বেশ ভূষা ও ব্যবহারে কোনরূপ খুঁত বাহির করিয়া যেন ঠাট্টা, বিদ্রূপ করিতে না পারে, সেইরূপ ভাবে চলিবে।

কাজের সময় কাহারো কোনো জিনিস চাহিয়া আনিলে, কাজ হইবামাত্র সে জিনিস তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিবে এবং তাহাকে ধন্যবাদ দিবে। এ উপকার কখনো ভুলিব না, এই বলিয়া মিষ্টি কথায় তাহার নিকট হইতে বিদায় লইবে।

মৃণা। তুমি যে যুক্তি দেখাইলে এরূপ ক্রটী প্রতি

লোকের প্রতি ঘরে ঘরে হইয়া থাকে। অনেকেই অন্য লোকের নিকট দরকার সময় জিনিস চাহিয়া আনে, কাজ হইয়া গেল তবু ও সে জিনিসটা তাহাকে না দিয়া ফেলিয়া রাখে, কোথায় রইল, কে লইয়া গেল, তার কোনো খোঁজ নাই। যখন সে জিনিস চাহিল, তখন উল্টা তাহাকে সে জন্য নানারূপ কথা বলিলে, এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া লোকের সহিত মনোমালিন্য হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনা সকল স্থানেই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

মনো। তাই বলছি শিষ্টাচারের ন্যায় গুণ আর কিছুতেই নাই।

মৃণা। এক শিষ্টাচারের গুণে সকল দোষ ঢাকিয়া যায়। কিন্তু সেই শিষ্টাচার আমাদের নাই বলিলেও হয়। আর একটী দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়িল, কোন বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইয়া অনেকেই সমালোচনা করে—এ তরকারী ভাল হয় নাই, লবণ হয় নাই, কিম্বা বেশী হইয়াছে, ডাল সিদ্ধ হয় নাই, পরিবেশন করিতে বিলম্ব হইল, আমাকে দৈ কম দিয়াছে, আমাকে সন্দেশ একেবারেই দেয় নাই, এ সন্দেশ সন্দেশই নয়, কতকগুলি চিনির ডেলা। নিমন্ত্রণে এরূপ খুঁত ধরা কি শিষ্টাচারের লক্ষণ ?

মনো। এসব ঘটনাদ্বারা বুঝা যাইতেছে আমাদের

চলিতে, বসিতে, খাইতে সকল সময়েই শিষ্টাচার আবশ্যক।

কুলবধূগণ! তোমরা সকলেই শিষ্টাচারী হও; এই শিষ্টাচার গুণ থাকিলে সৌজন্য, সদাচার, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিতা হইতে পারিবে। আমরা অভ্যাসের দাস। শিষ্টাচার একবার অভ্যস্ত হইলে, উহা অতি সহজেই কার্য্য করিতে থাকে। যত্ন ও আগ্রহ থাকিলে, প্রত্যেক ব্যক্তিই শিষ্টাচারী হইতে পারে। অতএব, প্রকৃত রূপে যদি সুখী হইবার বাসনা কর, তাহা হইলে সাবধানে, প্রথমে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যর্ব্বদা এরূপে শিষ্টাচার দেখাইবে; তাহা অভ্যাসে পরিণত হইলে, ক্রমে উহা জন-সমাজে বিস্তার হইতে থাকিবে। এবং সকলে তোমার গুণগান করিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীলোকের দোষ।

মনোরঞ্জন। মৃণালিণী, বিবাহ হওয়ার পর হইতেই গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের আলাপ করিয়াছি এবং তুমি, যে আদর্শ-গৃহিণী তাহার ও যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। এখন বল দেখি স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ কি কি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃণালিণী। স্ত্রীলোকের দোষ পায় পায় অর্থাৎ হাটিতে, বসিতে, শুইতে, খাইতে স্ত্রীলোকের দোষ। তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ এই কয়েকটী দোষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

(১) অসহিষ্ণুতা ও কলহপ্রিয়তা।

(২) কুটীলতা।

(৩) চঞ্চলতা।

(৪) স্বার্থপরতাও ক্ষুদ্রাশয়তা।

(৫) বৃথা কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মনো। এ সবদোষ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনো উপায় আছে কি?

মৃণা। উপায় যথেষ্টই আছে কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা বড়ই কঠিন।

মনো। যাহাতে এসব দোষ না জন্মে, তাহার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত?

মৃণা। এ সব শত্রু বিশেষ। ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ সাবধান থাকা উচিত?

মনো। কিরূপে সাবধানে থাকিবে?

মৃণা। ক্রমান্বয়ে দোষ গুলির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি শুন।

(১) অসহিষ্ণুতা ও কলহপ্রিয়তা।

স্ত্রী-জাতি স্বভাবতঃ অসহিষ্ণু ও কলহপ্রিয়। ইহা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। কলহ সাধারণ কথা নয়। কলহই সংসারে অশান্তির প্রধান কারণ। এই কলহ দ্বারাই গৃহ বিচ্ছেদ জন্মে। এই কলহই সম্মিলিত পারিবারিক সুখের পরম শত্রু।

এই কলহ ক্রোধ হইতে জন্মে। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া যাহা করিবে তাহাতে দোষ জন্মিবে এবং বিদ্বেষ ভাজন হইবে। অতএব দোষীর দোষে তুমিও দোষী হইও না। ক্রোধের সময় ক্রোধ না করিয়া, ক্রোধের সময় অতিবাহিত হইলে মিষ্টি কথায় তাহাকে সব ভালরূপে বুঝাইয়া দিও, সে যে দোষ করিয়াছিল বাস্তবিক সে রাগের পাত্র।

ক্রোধ হইলে বিবেচনা করিও, যে একদণ্ডের অপমান জন্য কি চিরকালের সুখ নষ্ট করিব? ভাই ভগিনী, দেবর দেবর পত্নীর সহিত কি চিরশত্রুতা করিব?

অতএব ক্ষমা করিতে শিক্ষা কর। এসব বিষয় আমাদিগের বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস করা আবশ্যক। মনে রাখিও, দয়া ও সহিষ্ণুতার অসাধ্য কিছুই নাই। সংযম বিহীন জীবন, সংসার স্রোতে প্রতারিত হইয়া নানা-রূপ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিণামে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইও না।

অতএব সংযম স্বরূপ ঢাল, তলোয়ার বাঁধিয়া সংসার যুদ্ধে যোগদান কর। জয়ী অবশ্যম্ভাবী।

---

(২) কুটিলতা।

সামান্য কথা হইলে স্ত্রীলোকগণ তাহার কু-অর্থ ধরিয়া টস্ টস্ করিয়া চোখের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া ফেলে। এবং অনর্থক কান্না ও চীৎকার করিয়া বাড়ীর সমস্ত লোক জড় করে কিন্তু যে জন্য এরূপ করে তাহা হয়ত সামান্য একটী কথা মাত্র। যাহারা এরূপ প্রকৃতির তাহারাই্ প্রথমে পরের ভাল, মন্দ দোষ অন্বেষণ করে।

অতএব কুটিলতা ত্যাগ করিয়া সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠার আশ্রয় গ্রহণ কর।

---

(৩) চঞ্চলতা।

চাঞ্চল্য দোষটী স্ত্রীলোকের বড়ই অধিক। "যেমন আমি তোমাকে একটী গোপনীয় কথা বলিলাম, তুমি যেমন তাহা অন্যের কাছে বিশ্বাস করিয়া বলিলে; এরূপে তোমার ভালবাসার আরও দু'চারি জন থাকিলে তাহাদিগকে ও বলিলে, এরূপে কথাটি পৃথিবী ব্যাপৃত হইল, ইহাতে আমার যে অনিষ্ট হইল, তাহা দেখিলে না সুতরাং তোমার সহিত সামান্য একটী কথার জন্য আমার আন্তরিক বিবাদ হইয়া গেল। এরূপ ব্যবহারে বন্ধুত্ব চিরকালের জন্য

নষ্ট হইল। শাস্ত্রে আছে যে, "রহস্য ভেদ" বন্ধুতার পরম শত্রু। অতএব শিশুকাল হইতে এ দোষ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে।

---

(৪) স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রাশয়তা।

স্ত্রীলোকগণ সামান্য বিষয়ে বিবাদ, মিথ্যা কথা, পরের অনিষ্ট চেষ্টা করে ইহা তাহাদিগের স্বাভাবিক স্বভাব।

আজকাল নববধূগণ! সংসারে প্রবেশ করিয়াই আপন, পর বিলক্ষণ চিনিয়া বসেন। নিজের স্বামী, নিজের পুত্রের প্রতি পক্ষপাতী। ইহাই প্রধান কারণ।

তিনি মনে ভাবেন, অহঙ্কার করেন, যে আমার স্বামী বেশ উপযুক্ত। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ননদ, দেবর, ভাসুর, ভাসুর পত্নী প্রতিপালিত হয়। ইহা তাহার সহ্য হইল না; তিনি মনে করেন আমার স্বামী শরীরের রক্ত জল করিয়া টাকা উপার্জ্জন করেন, তিনিই সংসারের কর্ত্রী। যে হতভাগ্য স্বামী, স্ত্রীর এরূপ যুক্তিতে মত্ত হইয়া তাহার বশীভূত হন তাহার গৃহ-বিচ্ছেদ ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ও শত্রুতা, যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে এবং সোণার সংসার, যে ছারখার হইয়া যাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মনো। মৃণালিণী! তুমি ইহার যে যুক্তি দেখালে ঠিক এরূপ ঘটনার একটী পারিবারিক বিশৃঙ্খল ঘটে।

মৃণা। সে ঘটনাটি কিরূপ বল দেখি?

মনো। তবে শুন। সংসারে স্ত্রী-জাতি লক্ষ্মী স্বরূপা, আবার সেই স্ত্রী-জাতি রাক্ষসী, এস্থলে রাক্ষসী যে সংসারের চির শত্রু তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখ—"এক পরিবারে চারি জন ভাই ছিল, বড় ভাই বুদ্ধির সাগর। তাহার ছোট ভাই অন্ধ। তাহার ছোট ভাই দারোগা। সকলের ছোট টী ফুলবাবু। দারোগা বাবুই সংসারের সকল খরচ বহন করেন। বড়জন লোককে বুদ্ধি দেন, অন্ধ যে, সে বসিয়াই থাকে, ছোট জনে বেশ সুগন্ধি তৈল সুন্দর কাপড়, জামা জুতা পড়িয়া সময় কাটায়। দারোগা বাবুর গৃহিণীর এসব দেখিয়া সহ্য হইল না, তিনি দারোগা বাবুকে পরামর্শ দিলেন "দেখ সকলেই বসিয়া খায়, তুমি যাহা উপার্জ্জন কর তাহা হইতে সিকি পয়সাও বাঁচে না, পরকালে আমাদের কি উপায় হইবে। ভগবান না করুন তুমি আজ যদি মরিয়া যাও, তাহা হইলে আমার কি উপায় হইবে। অতএব তোমাকে বলছি এখনও সময় আছে পৃথক হও।"

দারোগাবাবু, গৃহিণীর বিরুদ্ধে অনেক বলিলেন, কিন্তু

তিনি মাত্রও রাজি হইলেন না। অবশেষে গৃহিণীর পরামর্শে পৃথক হইবেন স্থির করিলেন। বড় ভাইয়ের নিকট কি করিয়া একথা বলিবেন, দারোগাবাবু ভাবিতে লাগিলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিতে যাইবেন এমন সময় বুদ্ধির-সাগর বলিয়া উঠিলেন "দেখ ভাই! তোমার মুখ হইতে কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার আর বলিতে হইবে না।"

বুদ্ধিরসাগর না হইবে কেন? লোকের মনে কি আছে, না আছে তাহা, যে বলিতে পারে তাহার নাম বুদ্ধিরসাগরই বটে।

যা হোক বুদ্ধির সাগর বলিলেন—"দেখ পৃথক হইতে আমার কোনো আপত্তি নাই, তবে একটী প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে, পিতা মহাশয় মৃত্যু সময় বলিয়া গিয়াছেন, তোমরা যদি কখনো পৃথক হও, তাহা হইলে চারি ভ্রাতা এক সঙ্গে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবে। তারপর পৃথক হইবে। অজ্ঞাতবাসের নিয়ম এই—চারি ভ্রাতা কেবলমাত্র এক ধুতি পরিধান করিয়া নির্জ্জনে এক বৎসর বাস করিবে এবং তিন মাস করিয়া প্রত্যেকে আহার যোগাইবে।"

দারোগাবাবু ও অন্যান্য ভ্রাতাগণ এই কথা শুনিয়া

অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ ভাবিয়া সকলেই এক বৎসর অজ্ঞাতবাস যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন।

চারি ভ্রাতাই একত্রে অজ্ঞাতবাসে চলিলেন। দুই তিন দিন হাটিবার পর এক নির্জ্জন বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দারোগা বাবুর উপর প্রথম তিন মাসের আহার যোগাইবার ভার পড়িল, দারোগাবাবু অতি পরিশ্রম করিয়া কাঠ কাটিয়া তিন মাস আহার যোগাইলেন।

দ্বিতীয় তিন মাস অন্ধ ভ্রাতার আহার যোগাইবার ভার পড়িল। অন্ধ কি করিয়া আহার যোগাইবে চিন্তা করিতে লাগিল, অতি কষ্টে নানাস্থানে হাটিতে আরম্ভ করিল, কতদূর হাটে, আবার বসে এরূপভাবে অনেকক্ষণ হাটিয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িল। এবং রাগের সহিত বলিল— "আমি আর কি করিব, কোথায় যাইব। যাউক এই মাটীর ডেলাটী কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া ফেলি, ইহাই তাহাদিগকে খাইতে দিব। আমি অন্ধ একটুও তাহাদের বিবেচনা হইল না! এই অন্ধ কিরূপে আহার যোগাইবে? এই বলিয়া অন্ধ, বুদ্ধিরসাগরকে রাগান্বিতভাবে বলিল—এই লও তোমাদের আহার।"

বুদ্ধিসাগর সেই ডেলাটী খুলিয়া দেখিতে পাইল একটী হীরকখণ্ড। দারোগা ও অন্যান্য ভ্রাতা সকলেই হীরকখণ্ড

দেখিয়া বলিল "এই বহু মূল্যবান্ জিনিষ কিরূপে কোথায় পাইলে ?"

অন্ধ তাহাদের কথার কোনও উত্তর দিল না। রাগের সহিত বলিল "অন্ধ না হইলে আমি কাহাকেও কি ভয় করিতাম ?"

তৃতীয় তিন মাস ফুলবাবুর আহার যোগাইবার ভার পড়িল। ফুলবাবু অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিতে করিতে এক রাজবাড়ীর নিকটে একটী কর্দ্দমযুক্ত জায়গায় নিকট উপস্থিত হইল। তিনি ফুলবাবু, কিরূপে এই কর্দ্দমযুক্ত জায়গা পার হইবে ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিল আমি কি নির্ব্বোধ ! গায়ে শালখানা থাকিতে আমার কিসের ভাবনা ? অবশেষে শাল পাতিয়া সে স্থান অতিক্রম করিল। রাজবাড়ীর ছাদ হইতে রাজ কন্যা এ ব্যাপার দেখিতে পাইয়া পিতা মাতার নিকট বলিল—"তোমরা একটী কথা শুন, আমাদের ন্যায় ধনী কেহই নাই, এই আমাদের ধারণা। ঐ দেখ একটী সুন্দর যুবা পুরুষ, শাল পাতিয়া কর্দ্দমযুক্ত স্থান অতিক্রম করিতেছে, দেখিতে রাজপুরুষ বলিয়া বোধ হয়, তাহা না হইলে কি, এইরূপ বহুমূল্য শাল নষ্ট করিতে পারে ?" রাজকন্যা এই যুক্তি দেখাইয়া বলিল—"ইহার সহিত

আমার বিবাহ হইবে।” রাজা, কন্যার একথা শুনিয়া, মন্ত্রী ও অন্যান্য দু'জন কর্ম্মচারীকে সেই যুবকের নিকটে পাঠাইলেন। তাহারা যুবাকে বলিল—“দেখুন, আপনাকে রাজ-বাড়ীতে যাইতে হইবে। রাজার বিশেষ কি দরকার আছে।”

যুবা ক্রোধের সহিত বলিল “রাজা আবার কে ? রাজার যদি দরকার হয়, তাহাকে আসিতে বল।”

রাজ কর্ম্মচারী তাহার কথা রাজার নিকট বলিল।

রাজা পুনরায় সেই যুবার নিকট কর্ম্মচারী পাঠাইলেন ! রাজকর্ম্মচারীর বিনয় ব্যবহারে সেই ফুলবাবু রাজ বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

রাজা তাহাকে দেখিবামাত্র আদর অভ্যর্থনা করিলেন। এবং তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন—“আমার একটী অবিবাহিত কন্যা আছে তাহা আপনাকে সম্প্রদান করিব।”

যুবা ফুলবাবু বলিল “দেখুন ! আমি কিরূপ প্রকৃতির লোক এবং আমার কি আছে, কোথায় বাড়ী এসব বিষয় না জানিয়া আপনি কিরূপে কন্যা সম্প্রদান করিবেন ?

“আর আমিই বা কিরূপে জানি, যে পাত্রী অন্ধ, না বধির, না কালা !”

“আমি কখনো না জানিয়া, না দেখিয়া, বিবাহ করিতে পারিব না !

ফুলবাবু এসব কিছু না বলিলে রাজা টাকা কড়ি বেশী দিবেন না তাই আরো উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিল— "না! আমি বিবাহ করিতে পারিব না।"

রাজা দেখিলেন, যদি কন্যা এ সংবাদ জানিতে পারে তাহা হইলে রক্ষা নাই, তাই তাহাকে রাজ্যের কিছু অংশ এবং নগদ দশ সহস্র টাকা দিবেন বলিয়া প্রতি শ্রুত হইলেন। যুবা ফুলবাবুর আশা পূর্ণ হইল। সে ঐ দশ সহস্র মুদ্রা একদিনের মধ্যে আনিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বুদ্ধির সাগর নিকট সমর্পণ করিল।

বুদ্ধির সাগর, যে উদ্দেশ্যে এই এক বৎসর অজ্ঞাত বাস জন্য আসিয়াছিল, তাহার ফল দারোগাকে বলিতে লাগিল—"দেখ ভাই! তুমি দারোগা, অনেক টাকা উপার্জ্জন কর এই তোমার অহঙ্কার। আর অন্ধ, ফুলবাবু তাহারা উপার্জ্জনাক্ষম এই না। এখন দেখ তুমি তিন মাস কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া কাঠ কাটিয়া আহার সংগ্রহ করিয়াছ, আর অন্ধ, এক ঘণ্টার মধ্যে এক হীরক খণ্ড পাইয়াছে, তাহার দ্বারা আমাদের ন্যায় সংসারে দশ বৎসর চলিতে পারিবে।

আর ফুলবাবু, যে দশ সহস্র মুদ্রা পাইয়াছে, তাহার দ্বারা ও পাঁচ সাত বৎসর চলিতে পারিবে।

এখন দেখ তুমিই কি খাওয়াইতেছ? না যার যার ভাগ্যে সে সে খায়। এসব আমাদের ভুল ধারণা। কেহ কাহাকেও খাওয়াইতে পারে না। যার যার টা সে সে খায়। এ অহঙ্কার, এ দর্প সকলি বৃথা।

কুলবধূগণ! আত্মাভিমান, অহঙ্কার ত্যাগ কর। এসব বিষয়ের সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কুলবধূ রূপে গৃহের শোভা বর্দ্ধন কর। পরিবারের শান্তি প্রদান কর। দেখিবে সংসারে কলহ দ্বেষ, হিংসা থাকিবে না।

(৫) বৃথা কথা।

মনোরঞ্জন। অধিক কথার দোষ কি?

মৃণালিণী। কথা যত অল্প বলা যায় ততই ভাল। এরূপ কথা বলিবে যে, তাহাদ্বারা অন্যের উপকার হয়। যাহা বলিবে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক বলিবে। সকলের সহিত সভ্য ও নম্রতার পরিচয় দিবে।

মনো। এ সম্বন্ধে আর কি কি দোষ আছে।

মৃণা। কথা না বলা স্বর্গ সদৃশ, কথা বলা রৌপ্য সদৃশ। এজন্যই বলে বোবার শত্রু নাই। কথা বলিলে

গোলযোগে পড়িতে হয়। কিন্তু কথা না বলিলে কোনো বিপদে পড়িবার আশঙ্কা নাই।

কুলবধূগণ! যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল; অধিক কথার অনেক দোষ ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। এই মুখ হইতে অমৃত ও গরল দুইই বাহির হইতে পারে। অতএব সর্ব্বদা সাবধান মতে চলিবে, যাহাতে তোমার কোনো কথায় অন্যের ব্যথা না লাগে। কটু কথা দ্বারা লোকের চিরকাল মনে কষ্ট থাকে ও কষ্ট দেয়। একথা সর্ব্বদা মনে রাখিও।

“স্ত্রীগণ গৃহের লক্ষ্মী-স্বরূপা”—এ কথা শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। অতএব তোমরা সেই গৃহলক্ষ্মী যদি অজ্ঞানতা ও মূর্খতার অন্ধকারে জড়িত এবং বন্দিনীর ন্যায় অবরুদ্ধ থাকিলে, তাহা হইলে তোমাদের গৃহে স্বর্গসুখ কোথা হইতে আসিবে? যাহাতে তোমাদের গৃহ হইতে কলহ, দুঃখ কষ্ট দূর হইয়া নির্ম্মল সুখ শান্তি বিরাজ করিতে পারে তাহার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টায় থাকিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(১) পতিব্রতার লক্ষণ।

মনোরঞ্জন। পতিব্রতা নারীর কি কি গুণ থাকা দরকার।

মৃণালিণী। এ সম্বন্ধে তুমিই বল আমি শুনি।

মনো। পতিব্রতার লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে—

(১) যে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মন কখনো পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের কামনা করে না, সে পতির সহিত অনন্ত স্বর্গ সুখ ভোগ করে।

(২) যে স্ত্রী স্বামীর বশীভূতা, প্রিয়বাদিণী, গৃহ-কার্য্যে নিপুণা, সদাচারযুক্তা, তিনি গৃহস্থাশ্রমের লক্ষ্মী-স্বরূপা।

(৩) পতিব্রতা স্ত্রী, স্বামীর অবস্থা ও সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্তুষ্ট মনে সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিবে।

(৪) স্বামী সদাচার শূন্য হইলে কিম্বা যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সেই সকল গুণ না থাকিলেও পতিব্রতা-স্ত্রী তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া দেবতার ন্যায় পূজা করিবে।

(৫) ভার্য্যা যদি গুণবতী হন, তবে তিনি স্বামীর স্বভাব, সন্তানগণের স্বভাব, গৃহের অন্যান্য আত্মীয়, কুটুম্ব, দাস, দাসী প্রভৃতি প্রত্যেকের স্বভাব অমৃত বলিয়া বোধ করে।

কুলবধূগণ! স্ত্রীতে আর শ্রীতে কোনোও প্রভেদ নাই। স্ত্রীজাতি গৃহকে উজ্জ্বল করেন; যে পরিবারে সখা ভার্য্যার প্রতি ও ভার্য্যা স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, সেই পরিবারে সর্ব্বদা সুখশান্তি বিরাজ করে।

(২) স্বামীর কর্ত্তব্য।

মনোরঞ্জন। স্ত্রীলোকের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তো শুনিলাম, স্বামীর কি করা কর্ত্তব্য বল দেখি?

মৃণালিণী। স্ত্রী প্রতি স্বামীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমিই বল না কেন?

মনো। তোমার চাতুরী বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

মৃণা। চাতুরী কি?

মনো। না! আমিই বলিতেছি। স্ত্রীকে কখনো তাড়না করিবে না। মাতার ন্যায় দেখিবে ও প্রতিপালন করিবে

প্রাণপণে স্ত্রীকে সুখী রাখিতে চেষ্টা কবিবে।

মৃণা। স্ত্রীর সুখ কিরূপে হইতে পারে?

মনো। স্বামী সচ্চরিত্রযুক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইলে স্ত্রীর যেমন সুখ হয় এরূপ বেশ, ভূষা ও ধন দিলেও হয় না।

স্ত্রীর যেরূপ কর্ত্তব্য, আপন সতীত্ব প্রাণপণে রক্ষা করা—সেইরূপ স্বামীরও কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম—"মাতৃবৎ পরদারেষু" অর্থাৎ পরের স্ত্রীকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করা।

অতএব পতি, পত্নী, পরস্পরকে সন্তুষ্ট রাখিতে ও পরস্পরের উপর প্রীতি ও প্রসন্ন থাকিতে যত্নশীল হইবে। যাহাতে পরস্পর আলাপ ও আচরণে উভয়ের বিরক্তিজনক না হয় তৎপ্রতি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে।

পত্নীকে প্রতিপালন, সন্তানগণকে শিক্ষাদান, এবং স্বজন ও বন্ধুগণের সহায়তা করা গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম বলিয়া জানিবে।

এইরূপে উভয়ে মিলিত হইয়া সংসারের হিতচিন্তা ও উন্নতি সাধন করিবে।

(৩) শ্বাশুড়ীর কর্ত্তব্য।

মনোরঞ্জন। স্ত্রীলোকের স্বার্থপরতা ত্যাগ করিবার উপায় কি ?

মৃণালিণী। এই স্বার্থপরতা ত্যাগ করিবার মহৌষধ— "শ্বাশুড়ী।"

মনো। কিরূপে ? একটু বুঝাইয়া বল দেখি ? এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম যে।

মৃণা। তবে শুন। নববধূগণ অতি অল্প বয়সেই শ্বশুর গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে। সে সময় তাহাদের অনেকরই হৃদয়ের কোমলতা, দূরীভূত হয় না ; সে সময় শ্বাশুড়িগণ চেষ্টা করিলে তাহাদের চরিত্রের দোষগুণ দেখাইয়া দিতে পারেন, তাহাদিগকে যদি কন্যার ন্যায় দেখেন এবং ননদ ও ভাসুর বধূগণ তাহার সহিত ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করেন, তাহা হইলেই নববধূগণ কুশিক্ষা হইতে রক্ষা পায়। কুশিক্ষাই সংসারের অবনতি, কলহ, বিবাদের কারণ। কিন্তু শ্বাশুড়িগণ তাহা না করিয়া, ননদগণ, নানারূপ দোষ দেখাইয়া নববধূকে সন্দেহ করেন, বিরক্ত করেন, এইরূপে ক্রমশঃ দিন দিন তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তোলেন। তখন এসব না করিয়া তাহাকে

সদুপদেশ ও সৎশিক্ষা প্রদান করিলে যে সুখের কারণ হয়, তা' ভাবেন না। এ সন্দেহই—অসুখের, বিচ্ছেদর সূত্রপাত।

মনো। মৃণালিণী! তুমি এ সম্বন্ধে যাহা বলিলে ঠিক কথা।

মৃণা। প্রায় সংসারেই শ্বাশুড়ী ও ননদ ননদিগণ, নববধূগণের উপর জেদ করিয়া নানারূপ অত্যাচার করেন; এইরূপ জেদে অনেকেই সংসারের সুখশান্তিকে জলাঞ্জলি দেন। জেদে মেয়েদের সকল গুণ নষ্ট করে এবং জেদে অহঙ্কার বাড়ায়।

মনো। জেদে ও অহঙ্কারে কিরূপে সকল গুণ নষ্ট করে?

মৃণা। অহঙ্কারে লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না। যাঁহার অহঙ্কার আছে, তিনি কখনো কাহারো প্রিয় হইতে পারেন না, তাহাকে কেহ ভালবাসে না। অভিমান, জেদ, রাগ এই তিনই এক—এই তিনটী দ্বারা অহঙ্কারের পরিচয় দেওয়া হয়।

ভগিনীগণ! আপনারা শ্বাশুড়ী হইয়া, ননদ হইয়া, নববধূর সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন। কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব ভাবিয়া সর্ব্বদা নববধূকে সৎপথের পথিক করিবেন। দেখিবেন আপনার সোণার সংসার হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধাত্রী-বিদ্যা।

(১) প্রসূতির লক্ষণ ও কর্ত্তব্য।

মনোরঞ্জন। প্রসূতির লক্ষণ কি ?

মৃণালিণী। প্রথম শুক্র মিলন হইতে শিশুর জন্ম পর্য্যন্ত দশমাস সময়কে প্রসূতি বলে।

মনো। এ অবস্থায় কি কি নিয়ম পালন করা আবশ্যক।

মৃণা। এ সময় মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। কু-চিন্তা, বিপদাশঙ্কা, ক্রোধ, ভয় মনে স্থান দিবে না। প্রফুল্ল মনে সাংসারিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে। আহার সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, এ সময়ে পুষ্টিকর ও লঘুপাক দ্রব্য আহার করিবে। যে পরিশ্রম কষ্টসাধ্য এবং বিপদের আশঙ্কা আছে, সে পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। এ সময় মন নানাপ্রকারে উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা সুতরাং এ সময় বিশেষ সাবধান মতে চলিবে।

মনো। এ অবস্থায় শারীরিক কি ব্যাঘাত জন্মে।

মৃণা। প্রসূতি অবস্থায় শরীর নানারূপ ভাবে খারাপ হইয়া থাকে।

মনো। তাহার কি লক্ষণ আছে।

মৃণা। লক্ষণ যথেষ্ট আছে। যথা—

(১) **মাথাঘোরা।** এ সময় অনেক প্রসূতিরই মাথাঘোরা ও মাথাবেদনা হইয়া থাকে, তখন দুগ্ধ, সাগু, এরারুট প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য আহার করিবে।

(২) **পায়ে শোথ।** প্রায় প্রসূতির পায়ে শোথ হইতে দেখা যায়; ইহার কারণ শিরাসমূহের উপর জরায়ুর চাপ পড়ে। এ অবস্থায় বালিশের উপর পা রাখিয়া শয়ন করিবে।

(৩) **কোষ্ঠবদ্ধ।** প্রসূতি অবস্থায় অনেকেরই কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে। তখন কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। কাঁচকলা, মুগের ডাল, মোটা চাউল ইত্যাদি আহার একেবারে নিষিদ্ধ।

(৪) **বমন।** এ অবস্থায় অনেকেরই বমন হইয়া থাকে। সে অবস্থায় সামান্য পরিমাণে বরফ পান করিবে। মনকে প্রফুল্ল রাখিবে। অতি প্রত্যূষে উঠিবে। অধিক রাত্রি জাগরণ করিবে না।

(৫) **পেটের পীড়া।** প্রসূতির প্রায়ই পেটের পীড়া জন্মে ; তখন বিশেষ সাবধানে চলিবে। সরু চাউলের ভাত, জীবিত মৎস্যের ঝোল ইত্যাদি লঘুপাক দ্রব্য আহার করিবে।

মনো। প্রসবের পর প্রসূতির কোনো পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে কি ?

মৃণা। ইহা কি বলিবার আছে। প্রসবের পূর্ব্বেই কি, আর পরেই কি, সকল অবস্থায় প্রসূতির পীড়া হইয়া থাকে।

মনো। প্রসবের পূর্ব্বের অবস্থা বলিয়াছ। প্রসবের পর কি পীড়া হইবার সম্ভাবনা ?

মৃণা। প্রসবের পর নিম্নলিখিত পীড়া প্রায়ই হইবার সম্ভাবনা।

যথা—(১) **প্রস্রাব রোধ।** প্রসবের পর প্রস্রাব দুইদিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। তখন নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকা উচিত নয় ; অনতিবিলম্বে কোনো সুচিকিৎসক ডাকিবে।

(২) **দুগ্ধের পীড়া।** প্রসবের পর প্রায় প্রসূতিরই স্তনে নানারূপ পীড়া জন্মে, তখন আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মাতা, যে দ্রব্য আহার করিবেন, স্তনদুগ্ধ সেইরূপই হইবে, এই সময়ে সন্তানের পীড়া, মাতার জন্যই হইয়া থাকে, সুতরাং মাতার স্বাস্থ্য

রক্ষার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যতদিন শিশু স্তনপান করে, ততদিন শিশুর জীবন মাতার আহারের উপর নির্ভর করে।

(৩) **গর্ভস্থলীর স্রাব।** প্রসবের পর গর্ভস্থলী হইতে জলীয় স্রাব হইতে থাকে। ইহা বন্ধ হইলে বিপদের আশঙ্কা অনেক অতএব এ অবস্থায় ডাক্তারের সাহায্য লইবে। এই স্রাব জননীর শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকার ও প্রয়োজনীয়।

---

(২) সূতিকাগৃহ।

মনোরঞ্জন। সূতিকা গৃহ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

মৃণালিণী। (১) সূতিকা গৃহ প্রশস্ত ও শুক্‌নো হওয়া আবশ্যক। (২) যাহাতে আলো ও বায়ু চলাচল করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিবে।

(৩) অপরিষ্কার ও স্যাঁতসেতে যায়গায় সূতিকা গৃহ করিবে না। সর্ব্বদা মনে রাখিবে অপরিষ্কার ও স্যাঁতসেতে জায়গায় আঁতুড় গৃহ হইলে প্রসূতির ও শিশুর পীড়া হয়। আলো ও বিশুদ্ধ বায়ু, প্রসূতির ও শিশুর জীবন।

(৪) সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিবে। বেশী লোকের চলাচল করিতে দিবে না। সর্ব্বদা পরিষ্কার কাপড় পড়িবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে।

মনো। প্রসব হওয়ার পর প্রসূতির সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবে।

মৃণা। (১) প্রসবের পর প্রসূতির অত্যন্ত শীত বোধ হইতে থাকে, তখন তাহাকে গরম বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। কোনরূপে প্রসূতিকে নড়িতে চড়িতে দিবে না।

(২) প্রসব হইলে পর শিশুকে ঈষৎ গরম জলে ধোয়াইয়া বস্ত্রাবৃত করিয়া শোয়াইয়া রাখিবে।

(৩) প্রসূতিকে সেক তাপ দিবে, তাহাতে প্রসূতি শীঘ্র রোগহীনা ও সবল হইবে। কখনো কয়লা কি গুল ধরাইবেনা, উহা বিষাক্ত। কাঠের ধোঁয়াই উত্তম। সূতিকা গৃহে কেরোসিন তৈলের আলো জ্বালাইবে না।

(৪) যতদিন পর্য্যন্ত শিশুর ও প্রসূতির শরীর সুদৃঢ় না হয়, যতদিন না শরীর সবল হয়, ততদিন প্রসূতি সূতিকা গৃহে থাকিবে।

(৫) সূতিকা গৃহের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। গর্ভবেদনা হইবামাত্র শিক্ষিতা ধাত্রীকে আনিবে।

(৬) স্ত্রীলোক মাত্রেরই কতক পরিমাণে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থায় পরিশ্রম করিলে গর্ভবেদনায় অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। গর্ভ হইলে ভীত হইবে না; সাবধানতায় ও যত্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে।

(৩) শিশুপালন।

মনোরঞ্জন! সদ্য প্রসূত শিশুকে কি নিয়মে পালন করিবে।

মৃণালিণী। নিম্নলিখিত বিষয় গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(১) **তাপ**। শিশুর পক্ষে তাপ একটী অতি উৎকৃষ্ট উপায়। তাপে ক্রমে শরীর শক্ত হয়। শ্বাস, প্রশ্বাস সুন্দর রূপে চলাচল করিতে পারে। রক্ত চলাচল ক্রিয়া সুন্দররূপে হয়।

(২) **স্নান**। শিশুকে প্রত্যহ গরম জলে স্নান করাইবে। স্নানের সময় তাহার হাত, পা, নাক একটু সোজা করিয়া টানিয়া দিবে। স্নানের পর শিশুর গা, হাত, পা, শুকনো কাপড় দিয়া ভালরূপে মুছাইয়া দিবে। শিশু যখন দুই তিন মাসের হইবে তখন হইতে সরিষার তৈল

শরীরের সকল স্থানে মালিস করিবে ও চোখে কর্জ্জল দিবে, তাহাতে চোখের তেজ ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিবে।

(৩) **স্তনপান**। শিশু নিদ্রা হইতে উঠিলে, প্রসূতি তাহাকে স্তনপান করাইবেন। দুই স্তনই সমান ভাবে পান করাইবেন। স্তনপান করিবার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় করিয়া লইবেন। স্তনে, কি শরীরে কোনোরূপ পীড়া হইলে সেই স্তনপান করাইবেন না। তৎপরিবর্ত্তে শিশুকে গরুর কিম্বা গাধার দুধ খাওয়াইবেন। শিশু কাঁদিবামাত্র স্তনপান করাইবেন না।

(৪) **নিদ্রা**। নিদ্রিত অবস্থায় শিশুকে স্তনপান করাইবেন না। নিদ্রাকালে শিশুর মুখ ঢাকিয়া দিবেন না। উহাতে নিশ্বাস, প্রশ্বাস, ভালরূপে চলিতে পারে না। শিশুর নিদ্রা হইবামাত্র তাহার সম্মুখে যাওয়া উচিত নয়, ইহাতে শিশুর মন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া স্বাস্থ্যের হানি করে। শিশুকে দোলাইয়া ঘুম পাড়ান অন্যায়, তাহাতে একটি কুঅভ্যাস জন্মে।

(৫) **স্বাস্থ্য**। শিশু যাহাতে পরিষ্কার ও সু-শীতল বায়ু সেবন করিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। তাহাদ্বারা হাত, পা, নাড়িয়া খেলা করিতে

পারিবে, ইহাতে পরিশ্রম হইবে, পরিশ্রম বশতঃ তাহার আহারীয় দ্রব্য সত্বর জীর্ণ হইয়া যাইবে। শিশুর শরীর উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিবেন। নতুবা সর্দ্দিতে কষ্ট পাইবে। সূতিকাগৃহে সর্দ্দি হইলে, শিশুর পক্ষে সে সহজ পীড়া নয়। সর্ব্বদা পরিষ্কার কাপড়াদি দ্বারা শিশুকে ঢাকিয়া করিয়া রাখিবেন।

মনো। অধিকাংশ প্রসূতিরই স্তনে নানারূপ পীড়া হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি ?

মৃণা। কারণ যথেষ্ট আছে। যে সকল মেয়ে ছেলে কাজ কর্ম্ম করে না, কেবল ঝগড়া করে, নভেল পড়ে, তাহাদিগের শরীর সর্ব্বদাই অসুস্থ, তাহাদিগের ছেলেপিলেই ক্ষীণজীবি, রুগ্ন ও অল্পায়ু হয়। আর যে সকল মেয়ে ছেলে সর্ব্বদা আপন গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্মে রত থাকে, রাঁধাবাড়া করে, তাহাদিগের শরীর ভাল থাকে, তাহাদিগের ছেলেপিলেও হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘায়ু হয়। তাহার প্রমাণ দেখবে ?

মনো। তাহার কি প্রমাণ আছে ?

মৃণা। ইহার প্রমাণ আমাদের সাম্‌নেই রহিয়াছে। দেখ ধাঙ্গড়, মেথর প্রভৃতি নীচ জাতির ছেলেগুলো যেন অসুর অবতার হয়ে উঠে। ওদের বা এরূপ হয় কেন,

আর আমাদেরই বা অন্য রকম হয় কেন ? আমাদের মেয়ে ছেলের প্রসব হওয়ার সময় ডাক্তার, কবিরাজ, পাস করা ধাত্রী ডাকতে হয়, মায়ের দুধ না পাইয়া গরুর দুধ আন্‌তে হয়। কৈ ! ধাঙ্গড়, মেথর—মেয়েদের ছেলেপিলে হইলে না ডাক্তার, কবিরাজ, ডাকতে হয়, না ধাত্রী আন্‌তে হয়, না হৈ চৈ করতে হয়, না গরু, গাধার দুধ আন্‌তে হয়।

মনো। ঠিক বলেছ, এই প্রমাণ সকলেই দু'চোখে দিন রাত দেখিতেছে, ইহা কাহাকেও শিক্ষা দেওয়া দরকার হয় না, একটু অভ্যাস ও দৃষ্টি রাখিলে সকল পরিবার মধ্যে এ প্রণালীতে চলিতে পারা যায়।

কুল-ললনাগণ ! একটু ভাবিয়া দেখ, আমাদের আচার ব্যবহার শোধরাণ উচিত নয় কি ? যে দুঃখ কষ্ট, ইচ্ছা করিলে এড়ান যায়, তা কেন ভোগ কর ? আমাদের মেয়ে-ছেলেদের মধ্যে গৃহস্থালী কাজকর্ম্ম, রাঁধাবাড়া, দেওয়া থোয়া যেন এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে ! এ সব কি কম দুঃখের বিষয় !

(৪) শিশু চিকিৎসা।

মনোরঞ্জন। শিশু চিকিৎসা জানিবার উপকারিতা কি ?

মৃণালিণী। শিশুচিকিৎসা, মাতার শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। মাতা যেমন নিজ সন্তানের মনের ভাব বুঝিতে পারেন, এরূপ আর কেহই পারেন না, এজন্যই মাতা যেরূপ সহজে শিশুর চিকিৎসা করিতে পারিবেন এরূপ আর কেহই পারিবেন না।

মনো। শিশুদের সাধারণতঃ কি কি পীড়া হইয়া থাকে।

মৃণা। শিশুদের পীড়ার অভাব নাই; সচরাচর যে সকল পীড়া হইয়া থাকে তাহাই বলিতেছি।

(১) **নাড়ী স্ফীত**। নাড়ী কাটিবার সময় অসাবধানতা বশতঃ এই পীড়া হইয়া থাকে। অল্প দিনেই এই পীড়া সারিয়া যায়।

(২) **চক্ষু স্ফীত**। হঠাৎ চোখে আলো লাগিলে বা অপরিষ্কার রাখিলে এই পীড়া হয়। অতএব সর্ব্বদা চোখ পরিষ্কার রাখিবে ও মধ্যে মধ্যে "একোনাইট" সেবন করাইবে।

(৩) **আমাশয়।** এ অবস্থায় কুটজের ছালের বা গাবের কুশীর ক্বাথ খাওয়াইবে। কুটজের ক্বাথ প্রস্তুত প্রণালী ঃ—আড়াই তোলা কুটজের ছাল, দশ ছটাক জলের সহিত জ্বাল দিয়া আধসের থাকিতে নামাইবে। ইহা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর এক এক ঝিনুক খাওয়াইবে।

(৪) **পেট বেদনা।** পেটবেদনার সঙ্গে বমি থাকিলে মাতৃস্তনের সহিত কিছু চূণের জল মিশাইয়া দিবে অথবা মাতৃ-দুগ্ধের পরিবর্ত্তে গাধার দুগ্ধ বা ছাগ দুগ্ধ সন্তানের পথ্যের জন্য ব্যবস্থা করিবে। গোদুগ্ধ গুরুপাক, এজন্য জল না মিশাইয়া খাওয়াইলে অসুখ হয়।

ডাক্তারী মতে "ক্যামোমিলা" শিশুর পেটবেদনার সুন্দর ঔষধ।

(৫) **কোষ্ঠ বদ্ধ।** এ অবস্থায় পানের বোঁটা গুহ্য দ্বারে দিলেই শীঘ্র মলত্যাগ করিবে। ক্রমাগতঃ দুই তিনবার দিবে।

(৬) **অজীর্ণ।** অজীর্ণ অবস্থায় "চাইনা" দিবে।

(৭) **মল সবুজ।** "ক্যামোমিলা এ অবস্থায় সুন্দর ঔষধ।

(৮) **দাঁত উঠা।** এ অবস্থায় কোন না কোন পীড়া হইয়া থাকে, সুতরাং এ অবস্থায় "ক্যালকেরিয়া।

(৯) **ক্রিমি।** শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকল অবস্থাতেই ক্রিমি খারাপ ব্যারাম। এক ক্রিমি জন্য শিশুর নানারূপ পীড়া হয়। তখন এক এক ফোঁটা "সিনা" দিবে।

(১০) **জ্বর।** সামান্য জ্বর অবস্থায় 'একোনাইট' ব্যবহার প্রশস্ত।

মনো। শিশুর পীড়া সম্বন্ধে যাহা বলিলে তাহা ঠিক বটে। আমি একটি শিশুর পীড়া সম্বন্ধে ছড়া বলিব ?

মৃণা। শিশুর পীড়া সম্বন্ধে কি ছড়া বল দেখি ?

মনো। সে অতি সুন্দর ছড়া, ইহা প্রত্যেক সন্তানের মাতার জানিয়া রাখা উচিত।

শিশুর পীড়ার সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

"দুগ্ধ **বমন।**

"পলসেটি" দিবে যদি পেটে পীড়া থাকে
শ্লেষ্মাবমি ক্ষুধা কমি, যাবে "ইপিকাকে"
(মাইদুধ, না সহিলে গাই দুধ বিধি
চুণ জলে, খাওয়াইলে, সেরে যায় ব্যাধি)"

"**তরুণ অতিসার।**

বারম্বার বাহ্যে বমি দন্ত উঠা কালে
'আইরিসে' নাশে রোগ, কমে 'ক্যামমিলে'
গরমের কালে হ'লে ইপিকাক' বিধি
'মার্ক্‌কর' সেব্য মলে রক্ত থাকে যদি।'

"**শিশুর কলাউঠা।**

শিশুর কলেরা প্রায় গ্রীষ্মকালে হয়
"একোনাই" "আইরিসে" আরোগ্য নিশ্চয়।"

"**বিছানায় মোতা।** বিছানায় মোতে যদি "কেম্ফারিন দিবে।

"**মূত্র রোগ।** "একোনাই" একানাশে মূত্ররোধ ব্যাধি।'

"**নাভি বিবর্দ্ধন।**

নাভী মূলে থাকে ক্ষত, মাংস জন্মে তায়
প্রাতে 'সল' রাতে 'নক্'—সত্বরে শুকায়।'

(৫) পথ্য প্রস্তুত প্রণালী।

মনোরঞ্জন। পথ্য সম্বন্ধে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ?

মৃণালিণী। পথ্যই রোগীর প্রধান অবলম্বন! উহা

কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় তাহার সামান্য আভাস দিতেছি।

সাগু। সাগু গুলি শীতল জলে দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। আটগুণ জলে উহা ফুটাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাড়িতে থাকিবে। সাগুর দানা গুলি গলিয়া গেলে উহা নামাইবে; এবং আবশ্যক মতে উহার সহিত লবণ ও লেবুর রস, কিম্বা মিছরি, এক বল্কা দুধ মিশাইয়া রোগীকে গরম গরম সেবন করাইবে।

এরারুট। শীতল জলে এরারুট ছানিয়া লইবে। পরে উহার সহিত ফুটন্ত জল ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া পাঁচ মিনিট কাল উনানে রাখিয়া নাড়িলেই এরারুট প্রস্তুত হইল। ইহাতেও লেবুর রস, লবণ, দুধ, মিশ্রি মিশাইতে পারা যায়।

বার্লি। দুই তোলা বার্লি, দুই সের শীতল জলে গুলিয়া মৃদু জ্বালে ফুটাইবে। আন্দাজ এক পোয়া থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া আবশ্যক মত লবণ, লেবুর রস দুধ, মিশ্রি মিশ্রিত করিয়া লইবে।

খইয়ের মণ্ড। টাট্‌কা খই তপ্ত জলে ফেলিয়া ছাঁকিয়া মাড়িয়া লইলেই মণ্ড প্রস্তুত হইল। ইহাতে চিনি কিম্বা মিশ্রি মিশ্রিত করা যায়।

যবের মণ্ড। এক ছটাক যবের চাউল, একসের জলে বেশ করিয়া সিদ্ধ করিবে; সিটি বাহির করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই মণ্ড তৈয়ার হইল।

সুজির রুটী। আবশ্যক মতে সুজি এক ঘণ্টা সময় শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে, একটি গোলাকার ডেলা করিয়া গরম জলে উহা সিদ্ধ করিবে। তৎপরে ডেলাটি বেশ করিয়া চট্‌কাইয়া খুব পাতলা ও ছোট ছোট ফুল্‌কো রুটী করিবে। ইহা অতিশয় লঘু-পাক ও রুচিকর।

(৬) ক্ষতাদি চিকিৎসা।

মনোরঞ্জন। মৃণালিণী! আমাদের সদাসর্ব্বদা কি কি আকস্মিক পীড়া হয় বলিতে পার কি?

মৃণালিণী। তাহার কি অভাব আছে। প্রতি মূহুর্ত্তেই নানারূপ পীড়া ও বিপদের আশঙ্কা আছে। তুমি শিশু পীড়ার সম্বন্ধে যেরূপ সংক্ষিপ্ত ছড়া বলিলে আমিও ক্ষতাদি চিকিৎসা সম্বন্ধে সেইরূপ ছড়া জানি।

মনো। তুমি কম পাত্র নও। আমায় প্রতিশোধ দিবে তবে ছাড়বে। আচ্ছা বল দেখি, কি ছড়া?

মৃণা। তুমি ছড়া বলিয়াছ, আমি যদি না বলি, তা' হলে এ যে অন্যায় কথা হয়।

মনো। বেশ ভাল। বল দেখি কি ছড়া?

মৃণা। আমাদের প্রায়, যে যে আকস্মিক ঘটনা হয়, সে সম্বন্ধের এই ছড়া বলিতেছি।

"কাটা ঘা।

ভাল করি ঠাণ্ডা জলে, ধোয়াইবে ক্ষত
কাটা ঘায় "আর্নিকায়" * ভিজাবে নিয়ত
বাতাসে বাড়ায় ক্ষত, না রাখিবে খুলে
ক্ষত হ'তে কাঁটা, কুটা, কাঁচ দিবে তুলে
ঘায়ে যদি জমে পূঁয দিয়ে রেখো তুলা
রক্ত যদি নাহি থামে দিবে "কেলেণ্ডুলা।" †

"মচকান ও আঘাত।

পড়ে গিয়ে লাগে যদি, আঘাত মাথায়,
"আর্ণিকার" পটি দিলে ফুলা-ব্যথা যায়।
"আর্ণিকা "কি "বেলে" খেলে, আরো ভাল হয়,
"রুটায়" গাঁটের ব্যথা, সারায়, নিশ্চয়।"

* ১ ভাগ "আর্ণিকা টিংক্চার" নয় কি দশ ভাগ জলে মিশাইয়া বার বার ক্ষত স্থানে পটী দিবে।

† "কেলেণ্ডুলা" ১ ভাগ দশ ভাগ জলে মিশাইয়া পটী দিবে বরফ দিলেও রক্ত বন্ধ হয়।

"সর্পাঘাত বা কুকুর দংশন।

তপ্ত করি লৌহ-খণ্ড—কাটারি কি শিক
ক্ষতের উপরি ধরি, রাখিবে খানিক
ঠাণ্ডা হলে, তপ্ত করি, দিবে পুনরায়
"আর্সেণিক" "বেলে" ‡ খেলে দোষ দূরে যায়।'

"কীট দংশন :

বোলতা বিছার হুল-মক্ষিকা মাকড়
বিষে ভরা ভীমরুল্, ডাশের কামড়
"আর্ণিকার' পটী দিলে, আর খেলে সারে
ঘরষিলে "এপি-মেলে" বিষ ব্যথা তাড়ে
দষ্ট ঘায়ে কাদা দিয়ে, রাখিবেক ঢেকে
কষ্ট, জ্বালাদূরে যায় নাহি উঠে পেকে।"

"পোড়া ঘা।

আগুনের তাপে যায়, আগুনের পোড়া
ছড়াইয়া দিবে ঘায় ময়দার গুঁড়া
ক্ষতটীকে রসটাকে দিবে ভিজাইয়া
গ্লাসখানি তপ্ত জলে, ফোঁটা দশ দিয়া ;
রসটক্ ছয় ক্রমে করিবে সেবন
"একো" বিধি-জ্বরে যদি, করে আক্রমণ।

‡ ৩ কিম্বা ৬ ড্রাম সেব্য। প্রথমতঃ লবণ জল খাওয়াইয়া করাইবে।

উষ্ণজলে সাবানের উঠাইয়া ফেনা
ক্ষত পরে দিবে ধীরে, মিলাইয়া টেনা।
পুড়ে যদি ফোস্কা হয়, সূঁচে বিধে দিবে
রস কস্ ঝরে গিয়ে, সত্বরে শুকাবে।
বায়ু যেন নাহি লাগে, ঘায়ে কদাচন
"কার্ব্বি, আর্সে" খাবে যবে লাগিবে পচন।"

বিষ প্রয়োগ বা আফিং খাওয়া।"

অহিফেন অতি বিষ, বেশী খেলে পরে
সেবনে অমনি রোগী ঝিমাইয়া পড়ে;
তপ্ত জলে, নুন্ ফেলে খেতে দিও ত্বরা
বমন করাবে আগে, দিবে নাড়া চাড়া।
ঝিমে যেন নাহি পড়ে, হবে সাবধান
"বেলেডেনা" দিবে খেতে, আর "কাফি পান।"

---

(৭) সন্তান শিক্ষা।

মনোরঞ্জন। সন্তানের শিক্ষার জন্য দায়ী কে?

মৃণালিণী। মাতাই সন্তানের শিক্ষার জন্য দায়ী।

মনো। কিরূপে?

মৃণা। 'মা' কথা বড় মধুর শব্দ। এই মা ও

সন্তানের দুইজনের মধ্যে, কি শারীরিক ও মানসিক সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

মাতার শরীর ও মন উন্নত না হইলে, সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা হয় না। শিশুকালে বালক বালিকাদের মন অত্যন্ত কোমল থাকে, সে সময় তাহাদিগকে যে দিকে নত করা যায় সেই দিকেই নত হয়। এজন্যই বাল্যকাল হইতেই সুশীল ও সচ্চরিত্র হইতে উপদেশ দিবে। কারণ শিশুবেলা যাহা দেখে, মাতার নিকটই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং মাতা যেরূপ শিক্ষা দেন সেইরূপ শিক্ষা করে। মৌখিক উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহা বহুকাল স্থায়ী হয়। কোন্ কাজটী ভাল, কোন্ কাজটী মন্দ তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবে।

মনো। এই শিক্ষার আর কোনো উপায় আছে কি?

মৃণা। উপায় বিস্তর রয়েছে। এই শিক্ষা তিন প্রকার হয়। এক দেখে, শুনে আর পড়ে। ইহার মধ্যে দেখে যে শিক্ষা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী ও স্থায়ী। তাই বলচি, শিশুগণ বড়ই অনুকরণ প্রিয়। বিশেষতঃ তাহারা পিতা মাতার বড়ই অনুকরণ করে, সুতরাং পিতা মাতা, আপন আপন কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান মতে করিবেন। শিশু বেলা হইতেই কিছু কিছু ধর্ম্ম শিক্ষা

দিবেন। তখন হইতে যাহা শিখিবে তাহা আর শীঘ্র ভুলিবে না।

মনো। এ শিক্ষা কি বিদ্যালয়ে হইতে পারে না?

মৃণা। না। কখনো না; শিশু প্রথমে জন্মিয়াই যাঁহার স্নেহপূর্ণমুখ দেখিয়াছে, যাঁহার ক্রোড়ে সদাসর্ব্বদা স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছে; যাঁহার দুগ্ধে শরীর বর্দ্ধিত হয়, যাঁহার কথা তাহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে; তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার উদাহরণ, তাঁহার চরিত্র, বালকের জীবনকে যেরূপ পদে পদে অনুরঞ্জিত করে এবং তাহা দ্বারা যেরূপ ফল হয়, বিদ্যালয়ে চিরকাল শিক্ষা পাইলেও সেরূপ শিক্ষা সেইরূপ ফল পাইতে পারে না।

কুলললনাগণ! শিশুবেলা হইতে সন্তানগণকে প্রকৃত রূপে শিক্ষা প্রদান করিবে। কারণ সে সময় তাহাদের মস্তিষ্ক তরল ও পরিষ্কার থাকে। যাহা তাহারা দেখে বা শুনে, তাহা উহাতে প্রতিফলিত হয় এবং তাহা তাহারা শীঘ্র ভুলে না। সুতরাং শিশুবেলা হইতে সন্তানগণকে এরূপভাবে শিক্ষা দিবে যেন, সে গুলি তাহাদের স্বভাবে পরিণত হয়।

পতিব্রতা চরিত

মনোরঞ্জন। পতিব্রতার লক্ষণ, গৃহিণীর কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয় সকলই বলিয়াছ; এক্ষণ পতিব্রতা চরিত বর্ণনা করিয়া তুমি যে, প্রকৃত গৃহিণী তাহার পরিচয় দাও। এবং সকলের নিকট আদর্শ গৃহিণী বলিয়া পরিচিতা হও।

মৃণালিণী। তুমি আমাকে ছাড়বে না, একে একে সব বিষয়ই বলিয়াছি, এক্ষণ বাকী রইলো কিনা, পতিব্রতা চরিত! আচ্ছা তুমিই আমার হয়ে পতিব্রতা চরিত বর্ণনা করনা কেন।

মনো। পতিব্রতাই পতিব্রতার খবর র'খে। আমি তো পতিব্রতা নই?

মৃণা। 'না'ইবা হলে পতিব্রতা, আমার হ'য়ে বল্‌তে দোষ আছে কি?

মনো। তুমি দেহ, আমি প্রাণ, আমি প্রাণ তুমি দেহ কাজে কাজেই বলতে বাধ্য; তুমি নাছারবোন্দা, আর না বলে উদ্ধার আছে কি।

মৃণা। এ সব বাক্‌চাতুরী রেখে দাও। তুমি যে বাক্‌চতুর, তা আমার বিশেষ জানা আছে। বলি ও সব ছেড়ে এখন বল দেখি?

মনো। আচ্ছা, তোমার কথাই বজায় রইলো। এখন সময় বেশী নাই; সংক্ষেপে নিম্নলিখিত পতিব্রতার পরিচয় দিতেছি।

মৃণা। বাজে কথা রেখে কেবল পতিব্রতা সংক্রান্ত বিষয় গুলি বলিবে।

মনো। তাই বলিতেছি সতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী বেহুলা, ফুল্লরা, লোপমুদ্রা এই কয়েকটা পতিব্রতার চরিত্র চিত্র বর্ণনা করিতেছি।

(১) সতী।

প্রাচীন কালে দক্ষ রাজ নামে এক রাজা ছিলেন। সতী তাঁহার কন্যা, এই সতীই বিখ্যাত পতিব্রতা।

সতীর অপূর্ব্ব রূপ; তিনি রূপে গুণে অনুপমা সুন্দরী। সতী যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে দেখিয়া দক্ষরাজ সুপাত্র অন্বেষণ করিবার জন্য নানাস্থানে লোক পাঠাইলেন। বহু অন্বেষণের পর পাত্র স্থির হইল।

কৈলাস পতির সঙ্গে সতীর বিবাহ স্থির হইল। মহা-সমারোহে সতীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইল, একদিবস কৈলাস পতি কোন এক সভায় উপস্থিত ছিলেন, সেই সভায় দেবগণ যে ভাবে দক্ষরাজকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, কৈলাস পতি সেরূপ ভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন নাই এইজন্য দক্ষরাজ কৈলাস পতিকে নানারূপ নিন্দা করিয়াছিলেন।

দক্ষরাজ কন্যা সতী, পতির এইরূপ নিন্দার কথা শুনিবা মাত্র কৈলাস পতিকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। "গুরুদেব! আপনার কি ব্যবহারে পিতা অপমানিত বোধ করেছেন?"

কৈলাস পতি, সতীর এ প্রশ্নে অতিশয় কষ্ট সহকারে বলিলেন "দেখ সতী! তুমি কষ্ট পাও, এ কারণে আমি তোমাকে সে বিষয় বলি নাই। দক্ষরাজকে উচিত মতে অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই বলিয়াই আমাকে নানারূপ তিরস্কার করেছেন।"

সতী, পতি মুখে এইকথা শুনিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন "গুরুদেব! পতি নিন্দা সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে মৃত্যু তুল্য, আমি পিতার নিকটে গমন করিব, এই সামান্য কারণে তিনি এরূপ করেছেন কেন! তাহার জানিয়া আমার অন্তঃকরণকে শান্তি দিব। পতি নিন্দা আমার পক্ষে অসহ্য যন্ত্রণা; গুরুদেব! অনুমতি করুন

আমি অদ্যই দক্ষযজ্ঞে যাইয়া ইহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আসি।"

সতী মুখে, কৈলাস পতি এ সংবাদ শুনিয়া তাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং নানারূপ সান্ত্বনা বাক্য প্রদান করিলেন "দেখ সতী! দক্ষ যজ্ঞের পরিণাম বড়ই খারাপ। ক্রোধে দক্ষরাজ তোমার অপমান করিবেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। তাই বলছি, তোমার না যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

যখন তোমার ইচ্ছা হয়েছে যাও। সতী! একটী কথা-তুমি সরল স্বভাবা, সাধ্বী স্ত্রী, অতএব অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিও।"

সতী, পিতৃ সন্নিধানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সতী, কনখল প্রদেশে উপস্থিত হইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সতীকে দেখিবা মাত্র দক্ষরাজ অতিশয় ক্রোধের সহিত বলিলেন 'সতী! তুমি অদ্য এখানে কেন?'

পিতৃ মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন "বাবা! বহুদিন হয় আপনাদিগকে দেখি নাই, তাই আসিয়াছি।"

এইকথা শুনিবামাত্র দক্ষরাজ কন্যাকে বলিলেন "আমি তোমার মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিনা, তুমি শীঘ্র এস্থান

পরিত্যাগ কর। এইরূপ নর পিশাচ জামাতার সহিত আমার কোনো সম্বন্ধ নাই।"

সতী, এই কথা শুনিবামাত্র ব্যাকুলতার সহিত বলিলেন 'যদি কোনো অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা করুন এবং বলুন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি।'

দক্ষরাজ বলিলেন—'প্রায়শ্চিত্ত তোমার মৃত্যুতে।'

সতী করযোড়ে বলিলেন—"আমার মৃত্যু হইলেই যদি আপনার জামাতার অপরাধ ভুলিয়া যান এবং শান্তি লাভ করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমি আপনার আদেশ পালন করিলাম।

অতঃপর পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—

"গুরুজন নিন্দা নাহি করিবে শ্রবণ।
যেই নিন্দা করে তারে করিবে শাসন॥
সেই স্থান ছাড়ি কিম্বা যাই অন্য স্থান।
পাপ প্রতিকার হেতু ত্যজিব পরাণ॥"

এই বলিয়া সতীর দেহ ভূতলে পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তখন দক্ষযজ্ঞের পরিণাম ফল কিরূপ হইয়াছিল পাঠকবর্গ সমালোচনা করুন। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

(২) সীতা।

রাজা জনক মিথিল রাজ্যের রাজা। সীতাদেবী তাঁহার কন্যা। সীতা ও বড় পতিব্রতা ছিলেন। সীতা সম্বন্ধে রামায়ণে অসংখ্য প্রমাণ আছে। এস্থানে কেবল পতিব্রতা সংক্রান্ত প্রমাণ উল্লেখ করিলাম।

সীতা. বিবাহের পর যখন শ্বশুরালয়ে গমন করেন তখন জনক রাজা, সীতাকে বলিয়াছিলেন—

"লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদন কমলে।
জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে॥
করিলাম বহু দুঃখে তোমারে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ॥
শ্বশুর শাশুড়া প্রতি রাখিও সুমতি।
রাগ, দ্বেষ, অসূয়া না কর কার প্রতি॥
সুখ, দুঃখ না ভাবিও যা থাকে কপালে।
স্বামী সেবা সীতা ছাড়িও না কোন কালে।"

যখন রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য চৌদ্দ বৎসর জন্য বনে গমন করেন, তখন সীতা, রামচন্দ্রের সহিত বনে যাইতে অনুমতি চাহিলে রামচন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন—'তুমি গৃহে থাকিয়া বৃদ্ধা মাতার সেবা কর, বনে

নানারূপ কুশ কাটা, হিংস্র জন্তু আছে। ক্ষুধায়, অনাহারে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে নানারূপ কষ্ট পাইবে। একথা শুনিয়া সীতাদেবী কিছুতেই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন—'স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস।

"তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীবে মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ! একা কেন হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব করে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে নানা দেশে।
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুঃখ।
সব দুঃখ ঘুচিবে দেখি যদি তব মুখ॥
তোমার কারণ রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি॥"

এই বলিয়া সীতা, পতি সঙ্গে বনে গমন করিলেন যখন অত্রি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন মুনি পত্নী, পতিব্রতা সীতাকে দেখিয়া বলিলেন 'মা সীতা! তুমি স্বাধ্বী সতী। তুমি রাজকন্যা। রাজস্ত্রী হইয়া বনে বনে

স্বামীর সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছ, ইহাতে তুমি পিতার ও শ্বশুর দুই কুল উজ্জ্বল করিলে। সীতা! তোমাকে শতধন্য, রাম বহু তপস্যায় তোমাকে পাইয়াছেন। তোমার ন্যায় সকল কুল-ললনাগণ, যেন পতি ভক্তি করে, তুমিই চিরজীবন আদর্শ রহিলে।

সীতা, মুনি পত্নীব কথা শুনিয়া ভক্তি সহকারে বলিলেন "মুনি পত্নী মম সম্পদে কিবা বা কাজ।

সকল সম্পদ মম দুর্ব্বাদল শ্যাম।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কাজ কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে॥
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্ব গুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন জানি॥
ধন, জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।
আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি॥"

সীতার পতি ভক্তির তুলনা নাই; পতিকে এরূপ ভক্তি করিয়াও অসংখ্য কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। সীতা যখন বনে ছিলেন, তখন রাক্ষস রাজ রাবণ, সীতার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন সীতা দেবী উত্তর করিয়াছিলেন—

"কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী॥
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা॥"

বলা বাহুল্য সীতার কপাল ভাঙ্গিল। ছদ্মবেশে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। রাম, সীতাকে না দেখিয়া রাবণের সন্ধানে গমন করেন। রাম, সাগর বন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়া রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন। সীতার উদ্ধার হইলে রাম, তাহাকে গ্রহণ করিবেন কিনা সন্দেহ করায় সীতা দুঃখিতা হইয়া রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

"জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ শ্বশুর যে তুমি হেন পতি॥
ভাল মতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি॥
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে॥
সবে মাত্র ছুইয়াছি পাপিষ্ঠ রাবণে।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণে?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সীতার নানারূপ কাতরোক্তিতে রামচন্দ্র তাহাকে গ্রহণ করিলেন। লোক মুখে সীতার সতীত্ব বিষয় সন্দেহ করিয়া পুনরায় ছল পূর্ব্বক তাহাকে বনবাস দেন। সীতা, স্বামী কর্ত্তৃক অপমানিত ও নানারূপ ক্লেশ দুঃখে পতিতা হইয়া মর্ম্মান্তিক কষ্টে রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

"রাম হেন স্বামী হক জন্ম জন্মান্তরে।
আমা হেন কোটী নারী মিলিবে তাঁহারে॥"

সীতার পতিব্রতার কথা শুনিলে বাস্তবিক আশ্চয্য হইতে হয়। যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধৃত হয় এবং পিতা, পুত্রে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন পুত্রদ্বয় বাল্মীকির সহিত রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া রামায়ণ গান করে, সে সময় রামচন্দ্র তাহাদিগের পরিচয় পাইয়া, সীতার জন্য নানারূপ বিলাপ করিলেন এবং সীতাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। সেই সংবাদ পাইয়া সীতা লাজ, অভিমান ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন; বলা বাহুল্য এরূপ স্বাধ্বী সতীকে ও রাম লোক নিন্দাভয়ে গ্রহণ করিলেন না। সকলের পরামর্শ মতে সীতার অগ্নি পরীক্ষার জন্য সভার আয়োজন হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সীতা, অনল কুণ্ডে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন সীতা দেবী বলিয়াছিলেন—

"জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি।
আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি ॥"

বাস্তবিক সীতার নাম প্রাতে স্মরণ করিলে সে দিন সুখে যায়।

(৩) সাবিত্রী।

অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। সাবিত্রী সতী তাঁহার কন্যা। ঐ কন্যা পরমাসুন্দরী ছিলেন। সাবিত্রীর পবিত্র আচার ও বিবাহের উপযুক্ত বয়স দেখিয়া তাহাকে সৎপাত্র অন্বেষণ করিতে নানাস্থানে পাঠাইলেন। সাবিত্রী বহুস্থান ভ্রমণের পর, এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেই আশ্রমে শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রীয় নরপতি ছিলেন। তিনি কোন শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বালবৎসল ভার্য্যার সহিত এই আশ্রমে অবস্থান করেন। তাঁহার পুত্র সত্যবান সেই আশ্রমে জন্ম গ্রহণ করেন। সাবিত্রী, সত্যবানের রূপে, গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতি রূপে মনে মনে বরণ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পিতৃগুরু নারদ সাবিত্রীর বরণ কথা শুনিয়া অশ্বপতিকে বলিলেন—"সাবিত্রী, সত্যবানকে বরণ করিয়া অন্যায় করিয়াছে। সত্যবান অদ্য হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলে, ক্ষীণায়ু হইয়া দেহ ত্যাগ করিবে।"

রাজা অশ্বপতি, নারদ মুখে এ কথা শুনিয়া সাবিত্রীকে বলিলেন—'মা সাবিত্রী! তুমি ঐ বাসনা ত্যাগ কর, আমরা তোমাকে স্বয়ংম্বরা করাইয়া পৃথিবীর সমস্ত রাজকুমার গণকে নিমন্ত্রণ করিব; তাহাদের মধ্যে তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকে বরণ করিও, কারণ সত্যবান অদ্য হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলেই দেহত্যাগ করিবেন।

সাবিত্রী সতী, পিতার মুখে এ কথা শুনিয়া করযোড়ে বলিলেন—

"শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিত নয়নে না হেরি অন্যজন।।
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী।।
বিধবা যন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ।
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ।।
অনিত্য সংসার হবে অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবি আছে কোনজন।।

অসার সংসার মাত্র আছে এক ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কি মতে করিব অন্য কর্ম্ম!
ধিক্ ধিক্ সে ছার সুখের অভিলাষ।
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ॥
কি করিবে সুখে পিতা কতকাল জীব?
কু-কর্ম্মে আজন্মকাল নরকে থাকিব।"

বিধির নির্ব্বন্ধন কাহারো খণ্ডাইবার সাধ্য নাই। সেই সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। সত্যবান একদিবস বনে কাট কাটিতেছেন; এমন সময়ে সত্যবানের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া সাবিত্রী সতী অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন সাবিত্রী চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সত্যবানের রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আপন উরুতে পতিকে শোয়াইলেন। অদৃষ্টের লিখন কাহারো এড়াইবার সাধ্য নাই; নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল, ক্রমে ক্রমে সত্যবানের ব্যারাম আরো বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল!

সাবিত্রী সতী, মৃত পতিকে কোলে লইয়া নানারূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিল। এমন সময়ে স্বয়ং যমরাজ উপস্থিত হইয়া সত্যবানের দেহ হইতে প্রাণ কাড়িয়া

লইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন; তখন সাবিত্রী যমকে বলিলেন—

"মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি।
সবে সত্য ধর্ম্ম মাত্র অখিলের পতি॥
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্র মত॥
এ কারণে প্রাণ পণে করিবেক ধর্ম্ম।
সৎসঙ্গ সঙ্গতি হইলে করে নানা কর্ম্ম॥"

সাবিত্রীর এইরূপ সৎকথা, ও পতি ভক্তি দেখিয়া যম তুষ্ট হইয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার প্রার্থিত চারি বর প্রদান করিলেন। সত্যবানের জীবন দান, শ্বশুর দ্যুমৎসেনকে অন্ধ হইতে মুক্ত ও রাজ্য প্রাপ্ত প্রদান করিলেন। সাবিত্রী শত পুত্র প্রাপ্ত হইলেন।

সাবিত্রীর কথা শুনিলে মন পবিত্র হয়। এরূপ মেয়ে মানুষ কি আর হবে?

(৫) দময়ন্তী

নিষধাধিপতি রাজা নলের পত্নী দময়ন্তী। তিনি বড় পতিব্রতা ছিলেন। যখন সহোদর পুষ্করের অত্যাচারে নল রাজ্য ভ্রষ্ট হন, তখন সতী দময়ন্তী, পিত্রালয়ে না যাইয়া স্বামীর দুঃখে দুঃখিনী হইয়া, তাঁহার সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন।

অরণ্য মধ্যে নল, দময়ন্তীকে নিদ্রিতা অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যান। তিনি জাগরিত হইয়া ধূলায় ধূসর অঙ্গ পাগলিনী হইয়া নানাস্থানে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। এবং অধৈর্য্য হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন—

"লুক্কায়িত আছ কোথা দেও দরশন
দুঃখ সিন্ধু মধ্যে প্রভু কেন দাও দুঃখ ?
অতি শীঘ্র এস নাথ দেখি তব মুখ ॥
ক্ষুধার্ত্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কিবা গেলে জল পানে॥"

এরূপে দময়ন্তী পতি শোকে পাগলিনী হইয়া নানা দেশ, অরণ্য ভ্রমণ করিতে করিতে পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। কোথাও নলের সন্ধান পাইলেন না। কেবল স্বামীর চিন্তায় পাগলিনী হইয়া বলিলেন—

"জীয়ন্তে যে আছি আমি নাহি কয় মনে।
কেবল আছয়ে তনু নল দরশনে ॥
নিশ্চয় নলের যদি না হয় উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ ॥"

কন্যার এরূপ দুঃখ দেখিয়া পিতা মাতা নলের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিছুতেই নলের সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করিলেন এবং নানা দেশে ঘোষণা করাইয়া দিলেন। সয়ম্বর সভায় নানা দেশ হইতে অনেক রাজযুবা উপস্থিত হইলেন। সেই সভায় নলও ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন।

দময়ন্তী নলকে চিনিতে পারিলেন—করযোড়ে সভা মধ্যে এই বলিয়া নলেব গলে বরমাল্য প্রদান করিলেন—"রাজন্! কেবল তোমার জন্যই কুল, শীল, লাজ সব বিসর্জ্জন দিয়া, এই সভার আয়োজন করিয়াছি, নানাস্থানে দূত প্রেরণ করিয়াছি ; কিছুতেই তোমার সন্ধান পাইলাম না। অবশেষে এই কৌশল করিলে তোমাকে পাইব বলিয়া আজ স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করিয়াছি।"

এই বলিয়া সতী দময়ন্তী, নলের গলে বরমাল্য দিলেন। দময়ন্তীর এই সতী মাহাত্ম্যে সকলেই প্রশংসা করিলেন

এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহারা সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

নল দময়ন্তীর এরূপ পাতিব্রত্যে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এবং তাহাকে লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন।

(৬) চিন্তা।

শ্রীবৎস রাজার স্ত্রী চিন্তা, বড়ই পতিব্রতা ছিলেন। শ্রীবৎস রাজা, নলের ন্যায় রাজ্যচ্যুত হইয়া পত্নী সহ বনে গমন করেন। বনের নিকটবর্ত্তী কোন নদী দিয়া এক সওদাগর বাণিজ্য করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার নৌকা চড়ায় আবদ্ধ হয়। বনের সকল যুবক যুবতী আসিয়া সেই নৌকা পার করিয়া দিতে চেষ্টা করিল কিছুতেই নৌকা পার করিতে পারিল না। অবশেষে চিন্তা আসিয়া সেই নৌকা পার করিয়া দিলেন।

সওদাগর, শ্রীবৎস পত্নীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া জোর পূর্ব্বক তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যান। তখন শ্রীবৎস পত্নী চিন্তার কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সাধ্বী রমণীগণ তাহার কতেক অনুভব করিতে পারিবেন।

শ্রীবৎস পত্নী চিন্তা, ভগবান সমীপে কাতর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"দেখ সওদাগর! তুমি কিছুতেই আমার সতীত্ব নষ্ট করিতে পারিবে না। যদি আমি সতী হই, তাহা হইলে দেখিবে তোমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় কিনা?

এই বলিয়া শ্রীবৎস পত্নী চিন্তা সওদাগরকে শাপ দিলেন। সতীর শাপে সওদাগরের ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যে লোকসান হইতে লাগিল।

সওদাগর জানিতে পারিল, সতী চিন্তার শাপে আমার এই দুরবস্থা। তখন সওদাগর সতীর নিকট ক্ষমা চাহিল।

এরূপে শ্রীবৎস পত্নী চিন্তা, বহুদিবস অনেক কষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সতী মাহাত্ম্যের গুণে পতি প্রাপ্ত হইলেন এবং রাজা শ্রীবৎসকে লইয়া পরম সুখে রাজ্য ভার চালাইতে লাগিলেন।

---

(৭) বেহুলা।

নিছানি নগরের এক সাঁহ বণিক ছিলেন। বেহুলা তাঁহার কন্যা। চম্পক নগরের চাঁদ বণিকের পুত্র নখিন্দরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

চাঁদ বণিক, মনসা বিদ্বেষী ছিলেন। তাই মনসা

তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য, নখিন্দরকে বাসর ঘরে বিনষ্ট করিতে কৃত সংকল্প করিলেন।

মনসা দেবী বিবাহের বাসরে তাহাকে মারিবেন স্থির করিলেন। চাঁদ বণিক তাহা জানিতে পারিয়া সেই যুক্ত বাসর নির্ম্মাণ করিলেন।

সেই লৌহ বাসর বিশ্বকর্ম্মা রচিত ছিল ; তাহাতে একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবার পথ ছিল না। কিন্তু মনসাদেবী বিশ্বকর্ম্মার সহিত এরূপ কৌশল করিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্রকায় একটী সর্প যাহাতে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে তাহার একটী পথ রাখিয়া ছিলেন। এ সংবাদ আর কেহই জানিতে পারিল না।

সেই বিবাহ বাসরে মনসার চক্রান্তে সর্প দংশনে নখিন্দরের মৃত্যু হয়।

এরূপে মনসা বিদ্বেষী চাঁদ সদাগর একে একে ছয়টী পুত্র হারাইলেন। তবু ও মনসার প্রতি তাহার ভক্তি হইল না।

মনসা দেবীকে সংসারে লোকে যাহাতে পূজা করে, সে উদ্দেশ্যে তিনি নখিন্দরের প্রাণ সংহার করিলেন। নখিন্দরের মৃত্যু হওয়ায় তাহার পত্নী বেহুলা দ্বারা তাহার নাম প্রচার হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পতি-প্রাণা বেহুলা, পতির মৃতদেহ কোলে করিয়া কলার মান্দাসে ভাসিতে ভাসিতে নানা দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পথিমধ্যে বেহুলা, নানা স্থানে নানারূপে বিপদে পড়িয়াছিলেন। কারণ বেহুলার রূপ ও গুণ এরূপ ছিল যে, তাহাকে দেখিলে সকলেই তাহাব রূপে মোহিত হইত। কিন্তু ঐ দৃঢ়ব্রতা ধর্ম্মপবায়ণা, লোকের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া একমনে এক প্রাণে পতির জীবন পাইবার জন্য কামনা করিয়া ভগবান সমীপে আত্ম বিসর্জ্জন কবিলেন।

সতী বেহুলার এরূপ কাতর দেখিয়া কাহার না হৃদয় দ্রবীভূত হয়? ভগবান সতীর এইরূপ পতি ভক্তিব পরিচয় পাইয়া নখিন্দরেব জীবন দান করিলেন।

সতী বেহুলার এরূপ পতিব্রতা গুণে চাঁদ সওদাগর পুত্রবধূর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং মনসাদেবীকে পূজা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মনসাদেবী, চাঁদ সওদাগরের অটল ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং পুত্র নখিন্দরকে তাহার কোলে তুলিয়া দিলেন।

সেই হইতেই মনসাদেবীর পূজা আরম্ভ হইল। এবং বেহুলার সতী মাহাত্ম্য ঘোষণা হইল।

(৮) ফুল্লরা।

ফুল্লরা কালকেতু ব্যাধের পত্নী ছিলেন। কালকেতু বহু ধনে ধনী ছিলেন, সে জন্য কলিঙ্গ রাজ, হিংসা পূর্ব্বক তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যান। তখন ব্যাধ পত্নী ফুল্লরা কলিঙ্গ রাজকে বলিলেন—

"না মার না মার বীরে শুনহে কোটাল।
গলার ছিড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার ॥
কারো নাহি লই রাজা কারো একপণ।
বুঝিয়া গণিয়া লহ যত আছে ধন ॥
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
অসিঘাত করি আগে ফুল্লরাকে হান ॥
তবে সে করিবে তুমি বীরে প্রাণ দণ্ড।
পিতৃ পুণ্যে জ্বলি মোরে দেহ অগ্নিকুণ্ড ॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

(৯) শৈব্যা।

হরিশ্চন্দ্র নামে এক সত্যব্রত, পরম ধার্ম্মিক নরপতি অযোধ্যার রাজা ছিলেন। দেবী শৈব্যা, এই সত্যব্রত হরিশ্চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী।

শৈব্যা দেবী রমণীরত্ন। শৈব্যা যেরূপ পতিপ্রাণা, সেইরূপ চরিত্র গৌরবেও অতিশয় সম্মানিতা ছিলেন। আজকালকার কুলরমণীগণের অলঙ্কারের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—অনন্ত, বালা, নেক্‌লেস্‌ ইত্যাদি কিন্তু শৈব্যার তৎপরিবর্ত্তে ক্ষমা, বিনয়, সৌজন্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি মনোহর চরিত্রের মনোহর অলঙ্কার ছিল।

পতিপ্রাণা শৈব্যা, স্বামী সহবাসে পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু দেবী শৈব্যার সেই পুণ্যের পথে শীঘ্রই কণ্টক আরোপিত হইল। অদৃষ্টের কঠোর নির্দ্দেশ ধীরে ধীরে পূর্ণ হইতে লাগিল।

সত্যপ্রাণ হরিশ্চন্দ্র, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে রাজ্য, ধন-সম্পত্তি সমস্তই দান করিয়াছেন। আমার বলিতে হরিশ্চন্দ্রের কিছুই নাই। অবশেষে তিনি, নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

গৃহিণী।

দেবী শৈব্যাও আনন্দের সহিত তাঁহার প্রীতিপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ সুখময় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তড়িৎ প্রবাহ যেরূপ মেঘের এবং কৌমুদী যেরূপ চন্দ্রের অনুগমন করে, সেইরূপ পতিপ্রাণা শৈব্যাও সমস্ত সুখ সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন।

শৈব্যার পতিভক্তি এক অপূর্ব্ব বস্তু। সে ভক্তি দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং অসহায়ার সহায়।

হরিশ্চন্দ্রের মুখকমলে বিমর্ষ, ব্যাকুলতা ও কাতরতার চিহ্ন দেখিয়া, পতিপ্রাণা শৈব্যার শোকানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

রাজমহিষী অতি কষ্টে সেই শোকানল নির্ব্বাণ করিয়া বিপন্ন পতির বিপদ নিবারণ জন্য এই সান্ত্বনা বাক্য প্রদান করিলেন---"হে মহারাজ! চিন্তা ত্যাগ করুন। সত্য প্রতিপালন করিয়াছেন; সেজন্য আক্ষেপ কেন! আপন সত্য পালন করা যেরূপ ধর্ম্ম কার্য্য সেইরূপ আর কিছুই নাই।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এখনও পরীক্ষা শেষ হয় নাই। হরিশ্চন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার ন্যায় সত্যবান, ধর্ম্ম-নিষ্ঠারত লোক বিরল ইহার প্রমাণ জন্য তিনি পুনরায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট রাজ্য দানের দক্ষিণা চাহিয়া বলিলেন —"রাজা হরিশ্চন্দ্র! তুমি রাজ্যদান করিলে, তাহার

দক্ষিণা কোথায়? দক্ষিণা ভিন্ন সেই দানে কোন ফল নাই।"

দেবী শৈবা এ কথা শুনিয়া রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ, কোন চিন্তা করিবেন না। আমাকে বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণা প্রদান করুন।"

রাজা হরিশ্চন্দ্র, পত্নী মুখে একথা শুনিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন।

হরিশ্চন্দ্রের আর কোন উপায় নাই। তাই তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট পত্নী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্বকে বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণা দিলেন। বিশ্বামিত্র মুনি উপযুক্ত দক্ষিণা না পাইয়া পুনরায় দক্ষিণা চাহিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র আর কোন উপায় না দেখিয়া কাশীর শ্মশান ক্ষেত্রে এক শবদাহের অধিপতির নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করিলেন।

কুল-ললাগণ! একবার শৈব্যার আদর্শ গ্রহণ কর। আধুনিক রমণীগণ অকিঞ্চিৎকর বসন ভূষণের জন্য পতিকে ঋণ জালে জড়িত করিতে ও দ্বিধা বোধ করে না! বরং অভিলাষিত দ্রব্যাদি না পাইলে মানে, অভিমানে, শোকে, দুঃখে, নানারূপ কাণ্ড ঘটাইয়া থাকে! এমন কি সৌভাগ্যবতী পাড়াপ্রতিবাসীর নানারূপ অলঙ্কারাদি দেখিয়া

আপনাকে অতি তুচ্ছ ও দুর্ভাগ্যবতী মনে করে, এ সব রমণীর এরূপ চিত্তের জ্বালাময়ী অশান্তি মনে করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আর রাজমহিষী শৈব্যা জন্মাবধি সুখের ক্রোড়ে থাকিয়া, ঐশ্বর্য্যের মধুর ছায়ায় লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে; তিনি পতির জন্য, পতিব্রতা ধর্ম্মের জন্য কিনা করিলেন?

আধুনিক প্রায় অনেক মহিলা, সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য পতিকে ঋণপাশে বদ্ধ করে; আর নিঃস্বার্থ পতিহিতৈষী শৈব্যা, আত্ম বিক্রয় করিয়া পতিকে ঋণ হইতে মুক্ত করিলেন।

সতী ব্যতীত এরূপ সহৃদয়তা ও পতিহিতৈষণার পরিচয় কোন রমণীই দিতে সমর্থ নহেন। বাস্তবিক, শৈব্যার হৃদয় এক আশ্চর্য্য পদার্থ! কি অদ্ভুত পতিপরায়ণ! কি অপূর্ব্ব পতিভক্তি! কি অগাধ পতিপ্রেম! পতির জন্য পত্নীর আত্মত্যাগের ইহাই সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইহার চেয়ে আর কি হইতে পারে?

শৈব্যা সতী! শৈব্যা দেবী! শৈব্যা জগতের লক্ষ্মী! শৈব্যা পতি-পরায়ণতার সাথী! শৈব্যা নারীদিগের মুকুট-ভূষণ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(১০) লোপামুদ্রা।

অগস্ত্য মুনির পত্নী লোপামুদ্রা। বংশ রক্ষার জন্য অভিলাষী হইয়া সকল জীবের শ্রেষ্ঠাঙ্গ লইয়া একটি কন্যার সৃষ্টি করেন। সেই কন্যা বিদর্ভ রাজ্যের গৃহে পালিত হইয়া লোপামুদ্রা নামে অভিহিত হন। তাহারই সহিত অগস্ত্য মুনির বিবাহ হয়।

এই লোপামুদ্রা অতি পতিব্রতা ছিলেন। কাশীখণ্ডে তাঁহার যেরূপ বর্ণন আছে তাহা লিখিত হইল—

"লোপামুদ্রা পতিব্রতা পতি আজ্ঞাকারী
পতি সেবা নিযুক্ত সতত সু-আচারী ॥
পতি সুখে সুখী পতি দুঃখে অভিমানী।
ছায়া যেন পতি সঙ্গে চরণ চারিণি ॥
পতির অধিক কার প্রতি নাহি জ্ঞান।
পতিকে পরম জ্ঞান মনে করে ধ্যান ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আদি যত দেবগণ।
পতির অধিক নাহি হয় কোনজন ॥"

মৃণালিণী। এ সব পতিব্রতা রমণী দিগের কথা শুনিলে মন পবিত্র হয়। এরূপ মেয়ে মানুষ কি আর হবে?

গৃহিণী।

মনোরঞ্জন। কেন হবে না? তোমরা সকলে এ আদর্শ গ্রহণ কর। প্রতিদিন এ সকল পতিব্রতা দিগের জীবন চরিত পাঠ কর। লোকে যেমন প্রতি রোজ সন্ধ্যা করে, গৃহকর্ম্ম করে তাহা একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম; সেইরূপ এই পতিব্রতা রমণী দিগের চরিত্র পাঠও একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিদ্ধারণ করিয়া কার্য্য কর। তাহা হইলে দেখিবে তোমরা ও পতিব্রতা বলিয়া সকলের নিকট আদরণীয়া হইবে।

কুল-ললনাগণ!

ভারতের ঘরে ঘরে এইরূপ

আদর্শ

পত্নী ও জননী

হইতে চেষ্টা কর।

সংসার পবিত্র ও সুখের হইবে।

সম্পূর্ণ